কিন্ডার গার্টেন এ্যান্ড নার্সারি
টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি-প্রাইমারি মন্তেসরী
টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তির জন্য
যোগাযোগ করুন
(ব্রতচারী, কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত
কলকাতা-৭০০ ১২৪
ফোন : (০৩৩)২৫৫২ ০১৭৭
মোঃ - ৯৮৩৬১৮৪৭১২

৫২ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা
জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, ১৫ ভাদ্র - ২১ ভাদ্র, ১৪২৫ ঃ ১ সেপ্টেম্বর - ৭ সেপ্টেম্বর , ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 45, 1 September - 7 September 2018 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

মাননীয় সাংসদ শ্রী অভিষেক ব্যানার্জী মহাশয়ের
ব্যক্তিগত আর্থিক সাহায্যে পূজা উপহার

বস্ত্র বিতরণ

উদ্যোগে বজবজ-২ নং ব্লক
তৃণমূল কংগ্রেস ও তৃণমূল যুব কংগ্রেস

তারিখ - ৮ই অক্টোবর ২০১৮ সময় - সন্ধ্যে ৬টা

স্থান-ডোঙাড়িয়া মনসাতলা তরুণ সংঘের মাঠ

প্রধান অতিথি
শ্রী অভিষেক ব্যানার্জী
সাংসদ ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র

সবারে জানাই সাদর আমন্ত্রণ

সৌজন্যে

শ্রীমন্ত বৈদ্য
সভাপতি
বজবজ-১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস, পর্যবেক্ষক
বজবজ-২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস

বুচান ব্যানার্জী
কার্যকরী সভাপতি
বজবজ-২ নং ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস

দুনিয়া যায় ভাঁড় মে, বাজার পড়েছে নতুন উচ্চতার প্রেমে

পার্থসারথি গুহ

দুনিয়া চাহে ভাঁড় মে যায়ে। ভারতীয় শেয়ার বাজার কিন্তু তার অগ্রগতি ধরে রেখেছে। শুধু যে বাজারের বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে তা নয়, ভারতীয় অর্থবাজার নিয়ম করে নতুন উচ্চতা তৈরি করে প্রমাণ করে দিচ্ছে সে কতটা প্রস্তুত নিজেকে ওপরের দিকে মেলে ধরার জন্য। আপাতত ভারতীয় শেয়ার বাজারের এই বৃদ্ধি সংগঠিত হচ্ছে বিশ্ব বাজারের ভালো থাকার হাত ধরে। কারণ, দেশ থেকে এমন কিছু ভাল খবরের আমদানি হচ্ছে না যা শেয়ার বাজারকে উর্দ্ধ গগনে মেলে ধরতে পারে। সুতরাং বিশ্ব বাজারই ভরসা। এর মধ্যে আমেরিকা ও ইউরোপের ভালো থাকা অর্থবাজারকে নিয়ম করে রসদ জুগিয়ে যাচ্ছে। ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে উঠছে শেয়ার বাজার। প্রশ্ন হল কতদিন এই উত্থান জারি থাকবে। সোজা সাপ্টা ভাষায় বলতে গেলে এর জবাব নেই কোনও বিশেষজ্ঞ কিংবা লগ্নিকারীর কাছে। তবে বাজার বাড়ার পিছনে প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে লার্জ ক্যাপ ও আইটি বা তথ্য প্রযুক্তিভুক্ত শেয়ারের দামের লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকা। এরসঙ্গে বড় কিছু নাম ও ওষুধের মতো পুরনো সেক্টরের জেগে ওঠা একটা আলাদা ভরকেন্দ্র হয়ে উঠছে শেয়ার বাজারের কাছে। এর হাত ধরে হতেই পারে ১২ হাজার ছুঁয়ে ফেলল নিফটি। আর সেনসেক্স গুটি গুটি চলে গেল ৪০ হাজারের কাছে। কিন্তু এর পরের ধাপে উত্তীর্ণ হওয়া ভারতীয় অর্থবাজারের কাছে খুব একটা সহজ নয়। হতে পারে সেখান থেকেই বড় রেজিস্ট্যান্স বা প্রবল বাধা ভারতের অর্থবাজারকে ঠেলা মারল নিচের দিকে। যদিও এখনই এতটা না ভেবে যা হচ্ছে সেই অনুযায়ী এগোতে চাইছেন শেয়ার বিশেষজ্ঞরা।

ভারতের শেয়ার বাজার একাধারে যখন তার সর্বোচ্চ অবস্থানে চড়ে আছে, ঠিক তখনই কিছু শেয়ার তথা সেক্টরে লাগাতার

অর্থনীতি

প্রাইজ কারেকশন চলছে। শেয়ারের দামে এই সংশোধনী নেমে আসায় বহু লগ্নিকারী বাজারের এই শৃঙ্গে থাকার মজাটা উপভোগ করতে পারছে না। যা সত্যি বলতে এই বুল রাজত্বে খুব বৈসাদৃশ্যও বটে। তাও এই ভবিতব্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। কারণ বাজারটার নামম যেহেতু শেয়ার বাজার, সেহেতু এখানে কোনও ওস্তাদের কোনওরকম ওস্তাদি দলে না। বড়জোর তাঁরা একটা দিকনির্দেশ করতে পারেন মাত্র। তাও সবসময় তা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে এমনটা নয়। বিশেষ করে বাজারের এই তুঙ্গী অবস্থার সুযোগ নিতে সম্পূর্ণ ব্যার্থ মিডক্যাপ। যা সাধারণ লগ্নিকারীদের হার্টথ্রব হিসেবে পরিচিত। সেই জানুয়ারিতে প্রথমবারের মতো নিফটি কারেকশনে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিডক্যাপের দুর্দিন শুরু হয়। যা এখনও অব্যাহত রয়েছে বেশ ভালোমতোই। বাজার আজ না হয় এতটা ওপরে। কিন্তু ২০১৭-এ যে কোনঠাসা অবস্থার মধ্যে দিয়ে ভারতের শেয়ার বাজার ঘুরে দাঁড়িয়েছে তা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। বস্তুত, সবাই যখন আরও খারাপের আশঙ্কা করছিলেন সেখান থেকেই কামব্যাক করে অর্থবাজার। যা এখন বেশ কয়েকটা ফ্রেজের মধ্যে দিয়ে

ভরপুর পুষ্ট হয়েছে। মাঝে একটা ১০-১২ শতাংশের কারেকশন সেরে ফের আগের উচ্চতাকে ছাপিয়ে দৌড়তে শুরু করেছে সূচক। সেই সময়টার কথা ভাবলে এখনও লগ্নিকারীর রীতিমতো কাঁটা দেয় গায়ে। দিনগুলোর কথা ভাবুন তো একবার। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক তখন দুভাবে ভারতের মাটিতে আছড়ে পড়েছে। একদিকে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মাটিতে ঢুকে ভারতীয় জওয়ানরা চেপে ধরেছে সেদেশের মদতপুষ্ট জঙ্গিদের, অপরদিকে কালোটাকার যথেচ্ছাচার আটকাতে নরেন্দ্র মোদি সরকার জারি করেছে নোটবন্দি। বলাবাহুল্য, এই জোড়া সাঁড়াশি চাপে পড়া বাজার সম্পর্কে তখন বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ লাগাতার বলে আসছিল আরও বড় পতন নাকি দেখতে চলেছেন তাঁরা। অথচ সকলকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ৮ হাজারের সামান্য নিচ থেকে ২০১৭-র জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে সেই যে যাত্রা শুরু হল এখনও তা অব্যাহত। এবং এখন তা ফুলেফেঁপে রীতিমতো ঢোল। সেই অশ্বমেধের ঘোড়া এখন নিফটিকে নিয়ে গিয়েছে সাড়ে ১১ হাজারের ওপরে। আর সেনসেক্স ইতিমধ্যেই ৩৮ হাজারের গণ্ডি ছাপিয়ে গিয়েছে। সুতরাং বেশ বোঝাই যাচ্ছে অনুকূল পিচ পেয়ে পেলে কেমন ধুন্ধুমার ব্যাটিং করতে পারে বুল সওদাগররা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১ সেপ্টেম্বর – ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

মেষ: স্নেহ-প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভ, নতুন বন্ধু লাভ এবং সাহায্য পাবেন। নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলতে পারবেন। পতি-পত্নীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জন্য অশান্তি। শিক্ষণ শুভ ফল পাবেন। কমস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। সঞ্চয়ে বাধা আসবে।

বৃষ: সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তায় পড়বেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসায় তেমন লাভযোগ দেখা যায় না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। গৃহ-ভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন।

মিথুন: লেখাপড়ায় বাধা এলেও সাফল্য পাওয়া যাবে। আত্মীয় সমাগম ঘটবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে শুভ হলেও গুপ্ত শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। বন্ধুদের বিশ্বাস করে মনের কথা বলবেন না। বয়স্করা বাতের ব্যথায় কষ্ট পাবেন।

কর্কট: জ্ঞানী গুণী মানুষদের সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে এবং তাঁদের সান্নিধ্য লাভে আপনি উপকৃত হবেন। গৃহ-ভূমি সম্পর্কে মিশ্র ফল পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ লক্ষিত হয়। বুঝে খরচ করুন। প্রেমপ্রীতির বিষয়ে শুভ ফল পাবেন।

সিংহ: দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে করতে পারবেন না। বুদ্ধির ভুল হয়ে যেতে পারে। আত্মীয় বিরোধ ঘটবে। শিক্ষায় সফল হবেন। প্রতারণার দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা। কর্মে বিবিধ সমস্যা আসতে পারে। গৃহ-ভূমি সম্পর্কে এখন তেমন ভালো ফল পাবেন না।

কন্যা: অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতির যোগ রয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত খরচের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়বেন। কর্মে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। অর্শ, আমাশয়ে কষ্ট পাবেন। এই সময় চেষ্টা করলে সদগুরু লাভ হতে পারে।

তুলা: পড়াশোনায় মন বসতে চাইবে না। পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। পতি-পত্নীর মধ্যে মতান্তর হতে পারে। নতুন ব্যবসায় হাত দেবেন না। আয় ভালো হবে। ব্যয়ও ভালো হবে। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বুঝে মিশবেন। তারা আপনার ক্ষতি করতে পারে।

বৃশ্চিক: শরীর ভালো থাকবে না। বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। লেখাপড়ায় ফল ভালোই হবে। শত্রুতার যোগ থাকলেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। বিবাহ বিষয়ে শুভ যোগাযোগ ঘটবে। নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। আয় খারাপ হবে না।

ধনু: শরীর নিয়ে আপনি সমস্যায় পড়বেন। পিতার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে। ব্যবসায়ে লাভের যোগ তেমন নেই। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। গৃহ-ভূমি ও জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ সমস্যার উদ্ভব হবে। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

মকর: কর্মে তেমন ভালো ফল না পেলেও ব্যবসায় লাভযোগ রয়েছে। খুব চিন্তা করে অগ্রসর হবেন। প্রেমপ্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় ফল ভালোই হবে। বন্ধুদের সঙ্গে সাবধানে মেলামেশা করবেন। সতর্ক হয়ে চলবেন।

কুম্ভ: প্রতারণার দ্বারা ক্ষতি। দৈব-দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে তেমন শুভ ফল পাবেন না। পিতার পক্ষে সময়টি ভালো নয়। ভ্রমণে বাধা। অর্থনৈতিক বিষয়ে মোটামুটি শুভ ফল পাবেন।

মীন: শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনেক দিক থেকে ক্ষতি হয়ে যাবে। দেবগুরু আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করবেন। শিক্ষায় ফল ভালো হবে। আর্থিক বিষয়ে মধ্যম ফল পাবেন। বয়স্করা কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের থেকে দূরে থাকাই ভালো।

দক্ষিণ-পূর্ব-মধ্য রেলে ৪১৩ ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪১৩ জন তরুণ-তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে দক্ষিণ-পূর্ব-মধ্য রেল। অ্যাপ্রেন্টিসেস অ্যাক্ট, ১৯৬১ এবং অ্যাপ্রেন্টিসশিপ রুলস ১৯৬২ অনুসারে। প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ফিটার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ওয়েল্ডার-সহ আইটিআইয়ের বিভিন্ন ট্রেডে রায়পুর ডিভিশন ও রায়পুর ওয়াগন রিপেয়ার শপে। ট্রেনিংয়ের মেয়াদ ১ বছর। ট্রেনিং চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। এই প্রশিক্ষণের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : E/PB/R/RCT/Act App/2018/10.

ট্রেড অনুসারে আসনসংখ্যার বিন্যাস : রায়পুর ডিভিশন : ফিটার : ৮৭টি (সাধারণ ৪৪, তফসিলি জাতি ১৩, তফসিলি উপজাতি ৭, ওবিসি ২৩)। এর মধ্যে ৩টি করে আসন প্রাক্তন সমরকর্মী এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ইলেক্ট্রিশিয়ান : ৭১টি (সাধারণ ৩৬, তফসিলি জাতি ৫, ওবিসি ১৯)। এর মধ্যে ২টি করে আসন প্রাক্তন সমরকর্মী এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ওয়েল্ডার : ২৮টি (সাধারণ ১৪, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৮)। এর মধ্যে ১টি করে আসন প্রাক্তন সমরকর্মী এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। টার্নার : ২৩টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৬)। কার্পেন্টার : ২৩টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি৩, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ৬)। স্টেনোগ্রাফার অ্যান্ড সেক্রেটারিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট (ইংলিশ/হিন্দি) : দটি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি১)। কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট : ৮টি (সাধারণ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২)। পেইন্টার : ৩টি (সাধারণ ২, ওবিসি ১)। অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট-কাম-কম্পিউটার অপারেটর : ৫টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি১)। হেলথ স্যানিটারি ইন্সপেক্টর : ৩টি (সাধারণ ২, ওবিসি ১)।

ওয়াগন রিপেয়ার শপ রায়পুর : ৬৯টি (সাধারণ ৩৪, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ৫, ওবিসি ১৮, দৈহিক প্রতিবন্ধী ২)। ওয়েল্ডার : ৬৯টি (সাধারণ ৩৪, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ৫, ওবিসি ১৮, দৈহিক প্রতিবন্ধী ২)। মেশিনিস্ট : ৫টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ১)। ইলেক্ট্রিশিয়ান : ৯টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২), মেকানিক মোটর ভেহিক্যাল : ৩টি (সাধারণ ২, ওবিসি ১)। টার্নার : ৩টি (সাধারণ ২, ওবিসি ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ মাধ্যমিক, সঙ্গে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আইটিআই সার্টিফিকেট কোর্স পাশ।

বয়স : ১৬-৮-২০১৮ তারিখে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মী ও দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ১০ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.secr.indianrailways.gov.in অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ৯ সেপ্টেম্বর। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সই, শিক্ষগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্র, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্ট এবং ওবিসি সার্টিফিকেট আপলোড করতে হবে।

অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন এই হেল্প লাইন নম্বরে : ০৭৫৫-৪৯১০০৫২ (সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা)।

মহানগর টেলিফোন নিগমে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে ২১ জনকে নিয়োগ করবে মহানগর টেলিফোন নিগম। এটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ একটি সংস্তা, নিয়োগ হবে হিউম্যান রিসোর্স এবং সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং বিভাগে। প্রথমে ১ বছরের ট্রেনিং, তারপর ১ বছরের প্রবেশন। ট্রেনিং চলাকালীন স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। সফলভাবে ট্রেনিং শেষে ১ বছরের প্রবেশন। কলকাতায় পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : MTNL/CO/R&E/1(145)/2017/Non-Technical.

শাখানুসারে শূন্যপদের বিবরণ : সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং : ১৫টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : এম বিএ (ফিনান্স) বা এম স্ট্যার্ট। মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে স্নাতকোত্তরে। ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।

হিউম্যান রিসোর্স : ৬টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ২)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : হিউম্যান রিসোর্স বা পার্সোনেল ম্যানেজমেন্টে স্পেশ্যালাইজেশন-সহ এমবিএ বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা অথবা সোশ্যাল ওয়ার্কে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসে এম এ।

বয়স : ২৭-৯-২০১৮ তারিখে ২৩ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

ট্রেনিং চলাকালীন স্টাইপেন্ড বাবদ দেওয়া হবে প্রতি মাসে ৩০,০০০ টাকা। ট্রেনিং শেষে বেতনক্রম : ২০,৬০০-৪৬,৫০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে জেনারেল অ্যাপ্টিটিউড (১০০ নম্বর), ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (৩০০ নম্বর)। সময় বিষয় প্রতি ২ ঘন্টা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.mtnl.net.in প্রার্থীর চালু ই-মেল আইডি থাকতে হবে। দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর।

ফি বাবদ অনলাইনে দিতে হবে ১,০০০ টাকা। (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা)। ফি জমা দেওয়া যাবে ডেবিট (মাস্টার/ভিসা) বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। ফি দিয়ে পাওয়া ই-রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন।

অনলাইন দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অফিসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬০ জন স্পেশ্যালিস্ট অফিসার (গ্রেড 'বি') নেবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া।

স্পেশ্যালাইজেশন অনুসারে শূন্যপদ : ফিনান্স : ১৪টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইকনমিক্স বা কমার্সের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, অথবা এমবিএ (ফিনান্স) বা ফিনান্সে স্পেশ্যালাইজেশন-সহ ম্যানেজমেন্টের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা। সিএ বা আইসিডব্লু বা সিএস যোগ্যতার প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ডেটা অ্যানালিটিক্স : ১৪টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৩)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : এম বিএ (ফিনান্স) বা এম স্ট্যার্ট। মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে স্নাতকোত্তরে। ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা দরকার।

রিস্ক মডেলিং : ১২টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ৩)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর সহ এমবিএ (ফিনান্স) বা এম স্ট্যার্ট। ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

কাজের খবর

ফরেন্সিক অডিট : ১২টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ১, ওবিসি ৩)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : সিএ অথবা আইডিডব্লুএ। ফরেন্সিক অ্যাকাউন্টিং ও ফ্রড ডিটেকশনের সার্টিফিকেট কোর্স করে থাকতে হবে। ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

প্রফেশনাল কপি এডিটিং : ৪টি (সাধারণ৩, ওবিসি ১)। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর-সহ ইংরেজির পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। কপি এডিটিংয়ে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। হিন্দি জানলে অগ্রাধিকার।

হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট : ৪টি (সাধারণ ৩, ওবিসি ১)। শিক্ষাত যোগ্যতা : হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বা পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস বা লেবার ওয়েলফেয়ারে মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর সহ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা। ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ফিনান্স, রিস্ক মডেলিং ও হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট শাখার ১টি করে শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত হবে।

বয়স : ১-৮-২০১৮ তারিখে ২৪ থেকে ৩৪ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে তিন পত্রের লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। ১ ও ২ নম্বর পত্রের অনলাইন পরীক্ষা হবে। তৃতীয় পত্রের পরীক্ষা হবে খাতায় কলমে। প্রথম পত্রে অবজেক্টিভ টাইপ এবং অন্য দুটি পত্রে ডেসক্রিপটিভ টাইপ প্রশ্ন হবে। প্রতি পত্রে নম্বর ১০০, সময়সীমা দেড়ঘন্টা। অন্যতম পরীক্ষা কেন্দ্র কলকাতা। পরীক্ষা ২৯ সেপ্টেম্বর। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে ইন্টারভিউ।

বেতনক্রম : ৩৫,১৫০-৬২,৪০০ টাকা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.rbi.org.in ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে।

ইন্টিমেশন চার্জ সহ ফি ৮৫০ টাকা। তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের শুধু ইন্টিমেশন চার্জ বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা।

এই নিয়োগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর : 2A/2018-19. প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি তথ্য পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

কলকাতা বিমানবন্দরে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : এয়ারপোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া কার্গো লজিস্টিকস অ্যান্ড অ্যালায়েড সার্ভিসেস কোম্পানি সিকিউরিটি পার্সোনেল অ্যান্ড এক্স-রে স্ক্রিনার পদে ৩২ জন কর্মী নিয়োগ করবে। নিয়োগ হবে কলকাতা বিমানবন্দরে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তির ভিত্তিতে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোন শাখার স্নাতক। বয়স : ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : নির্দিষ্ট মাসিক ২৪,০০০ টাকা।

আবেদন করার শেষ তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর। বিস্তারিত জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইটে : www.aaiclas-ecom.org এর অন্তর্গত 'CAREER' অংশে।

শব্দবার্তা ৯৪

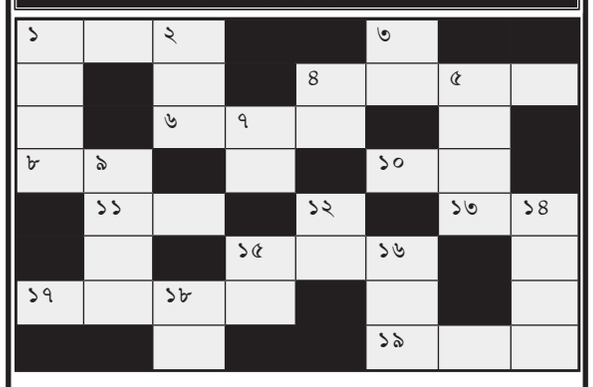

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। দেবতা ৪। সীমার দ্বারা নির্দিষ্ট ৬। কবির সৃষ্টি ৮। বেশি নয় ১০। জীবসম্বন্ধীয় ১১। হৃৎপিন্ড, হৃদয় ১৩। অক্ষর, ভাষার লেখ্যরূপ ১৫। বিয়ের বাদ্যে রবীন্দ্রকাব্য গ্রন্থ। ১৭। সংগীতের তালসংক্রান্ত জ্ঞান ১৯। ঝগড়া।

উপর-নীচ

১। সূত্র অভিধর্ম ও বিনয় অংশে বিভক্ত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ২। 'একক, দশক – ' ৩। তিতিক্ষা, এটাই মানুষের পরম ধর্ম ৪। রামচন্দ্রের পত্নী ৬। কথোপকথন ৭। গর্ত, ছিদ্র ৯। অত্যন্ত শক্তিশালী ১২। বীজ ১৪। বাবার ভালবাসা ১৫। কামনা, শখ ১৬। হতে, থেকে ১৮। কথা বলতে পারে না এমন, মূক।

সমাধান : শব্দবার্তা ৯৩

পাশাপাশি : ১। গোপালভোগ ৫। কথা ৬। থরহরি ৮। ধাঁকরে ১১। দরিয়া ১২। দইবড়া ১৪। ছিরি ১৬। কাজলাদিদি।

উপর-নীচ : ১। গোলকধাঁধা ২। লক্ষ্মী ৩। গতর ৪। চাকরি ৭। হলুদ ৯। রেজাই ১০। নয়া আবাদি ১২। দরিদ্র ১৩। বলাকা ১৫। বেলা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**-গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**-রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**- বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**-দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**-সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**-পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**-সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**-অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**-বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**-সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**-কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**- বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**- মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**- তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**- দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**- নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**- তপন মিদ্দে ● **বাগদা**- সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**- কিশোর দাস ● **কল্যাণী**-গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**-বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**-পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**-মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**-দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**-তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**-গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**-মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**-জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**-চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**- খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**- দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**- বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**- হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**- অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**- মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**- রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস ● **চলমান বিক্রেতা** – প্রতাপ চক্রবর্তী।

কিন্ডার গার্টেন এ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি-প্রাইমারি মন্তেসরী টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
(ব্রতচারী, কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত
কলকাতা-৭০০ ১২৪
ফোন : (০৩৩)২৫৫২ ০১৭৭
মোঃ - ৯৮৩৬১৮৪৭১২

৫২ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, ১৫ ভাদ্র - ২১ ভাদ্র, ১৪২৫ ঃ ১ সেপ্টেম্বর - ৭ সেপ্টেম্বর , ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 45, 1 September - 7 September 2018 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্ত্রাসের অভিযোগে

দায়ের করা বিরোধীদের মামলা খারিজ হয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টে। দীর্ঘ সময় হরণের পর শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল নির্বাচন-ই-মনোনয়নও বৈধ নয়। স্বভাবতই এই অশ্বডিম্ব প্রসবে হতাশ বিরোধীরা। খুশি শাসক শিবির।

রবিবার : ছোটখাট অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হলেও যুদ্ধবিমান,

হেলিকপ্টার, কামান কিনতে হতো বিদেশ থেকে। দিন পাল্টেছে। নির্মলা সীতারমণের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এই প্রথম বিদেশি সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশেই তৈরি করবে হেলিকপ্টার, কামান। সন্দেহ নেই সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক।

সোমবার : পঞ্চায়েত দখলের মধ্যেই দেশ জুড়ে পালিত হল

রাখিবন্ধন উৎসব। ইদানিং জনসংযোগ বাড়াতে এই উৎসবে নেমে পড়েছেন রাজনৈতিক নেতারাও। ছড়িয়ে পড়েছে সম্প্রীতির বন্ধনও।

মঙ্গলবার : গত ১৫ আগস্ট থেকে সকলের জন্য চিকিৎসা

'আয়ুষ্মান ভারত' নামে পাইলট প্রজেক্ট শুরু হয়েছে ১৬টি রাজ্যে। এই প্রকল্পের স্বাস্থ্য বিমার প্যাকেজের অতিরিক্ত অর্থ দাবি করলে বাতিল হবে হাসপাতালের লাইসেন্স। দায়ের হবে ফৌজদারি মামলা। জানিয়ে দিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

বুধবার : অব্যাহত পঞ্চায়েত দখলের রক্তক্ষয়ী লড়াই। সন্ত্রাসে,

মৃত্যুতে রক্তাক্ত হচ্ছে গ্রামবাংলার মাটি। সাধারণ মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। পুলিশ ও প্রশাসন নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ।

বৃহস্পতিবার : রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গণনা শেষ। ব্যাঙ্কে ফিরে এল ৯৯.৩

শতাংশ বাতিল নোট। প্রশ্ন উঠেছে কালো টাকার অস্তিত্ব নিয়ে। যারা প্রশ্ন করছে তারাও বহুবার সোচ্চার হয়েছে কালো টাকা নিয়ে। তবে সে টাকা কোথায় গেল? প্রশ্নচিহ্নের মুখে ব্যাঙ্কের ভূমিকা।

শুক্রবার : সাফল্য আসছে না বাংলাসহ কয়েকটি রাজ্যে। তাই

এবার জয়েন্ট মেন ও নিট পরীক্ষায় কিভাবে সাফল্য পাওয়া যাবে তার তালিম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

বিকেন্দ্রীকরণের মডেল এখন সন্ত্রাসের নামান্তর

শক্তি ধর : আকাদেমির সেন্ট্রাল গ্যালারিতে প্রদর্শনী চলছে। বিষয় 'মাসল পাওয়ার'। বিস্তৃত ক্যানভাসে শিল্পীর কেরামতিতে চিত্রিত হয়েছে নানা স্বাদের সংঘর্ষ, হানাহানি আর রক্তপাতের ছবি। সাজিয়ে গুছিয়ে দেওয়াল জুড়ে সাজানো সেসব ছবি মনে তীব্র জ্বালা ধরায়। কিন্তু অব্যক্ত এ জ্বালা কিছুতেই ভাষা খুঁজে পায় না। চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারে না, কেন এমন প্রদর্শনীর আয়োজন? এটা কল্পনা হলেও ঠিক এমনটাই অবস্থা পশ্চিমবঙ্গ নামক এই রাজ্যটির। পঞ্চায়েত নির্বাচনের দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে মনোনয়ন, ফলপ্রকাশ, পঞ্চায়েত গঠনের নানা স্বাদের ক্যানভাস। রক্তক্ষয়ী এইসব ক্যানভাসে প্রতিদিন চিত্রিত হচ্ছে রাজনৈতিক সুরাপানে মদমত্ত যৌবনের হানাহানির ছবি। বাঙালি বাঙালিকে মারছে, কাটছে, উল্লাসে হোলি খেলছে। এইসব ক্যানভাসে কারা রং চাপাচ্ছেন, তুলির টান দিচ্ছেন তা নিশ্চয়ই কাউকে বলে দিতে হবে না। কিন্তু সাধারণ রাজ্যবাসীর সেই কল্পিত প্রদর্শনীর দর্শকদের মতো অবস্থা। মনে জ্বালা ধরছে, অথচ প্রশ্ন করার সাহস বা সম্বল কিছুই নেই।

বেশ জমে উঠেছে প্রদর্শনী। ঠাসা দর্শক আছে অথচ প্রতিক্রিয়া নেই। রং-তুলিরও অভাব নেই। প্রদর্শনীর কারিগররা তাই দ্বিগুণ উৎসাহে জমিয়ে রেখেছেন বাজার। কেউ বলছেন গুড় জল নিয়ে উন্নয়ন দাঁড়িয়ে রয়েছে পথে ঘাটে। কেউ কেউ নিদান দিচ্ছেন, প্রদর্শনী বন্ধ করতে এলে পুলিশ মরবে বোমার ঘায়ে। কেউ বলছে বাঘের বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে, লেলিয়ে দেব, ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বুঝে

নেব। কেউ বলছে এগিয়ে দেখুক, বুঝিয়ে দেব বাঘের বাচ্চা না, শিয়ালের বাচ্চা। কোনও শিল্পী আরও নিপুণ। হুমকি দিচ্ছেন ধড় নামিয়ে দেওয়ার, ঠ্যাং কেটে দেওয়ার। রয়েছেন আর এক দল শিল্পীও, যারা একসময় এসব ছবি আঁকতে দক্ষ ছিলেন তারা। এখন রং তুলি হারিয়ে নেতিয়ে পড়ে আছেন। সুযোগ পেলে উঠে দাঁড়াতে কসুর করবেন না।

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়নে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, কাটাকাটি, খুনোখুনি দেখেছে বাংলা। দেখেছে গণনার দিন প্রকাশ্যে ব্যালট ছিনিয়ে ছাপ্পা মারার রোমহর্ষক ছবি। সেই হানাহানি গ্রাম বাংলায় ফিরে এসেছে দেশের শীর্ষ আদালতের সময় হরণের রায়ে। মানুষ একে বাংলার সর্বনাশ বলে চিহ্নিত করলেও এই রায় শাসক দলের উৎসাহবর্ধক টনিক হিসাবেই কাজ করেছে। কিন্তু জয়ও যে কিভাবে আত্মঘাতী হয়ে উঠতে পারে তা দেখাচ্ছেন মা-মাটি-মানুষের কর্মীবাহিনী। ধপাধপ পড়ছে বাঙালির দেহ। দিকে দিকে তৃণমূলের নিধনে উঠছে তৃণমূলেরই জয়পতাকা। নতুন অনুভূতি, নয়া ভবিষ্যত। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ২০ হাজার আসনেও চলছে শাসকদলের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। একদল বলছে চাই পঞ্চায়েত, চাই দাদার ক্ষমতা। আর এক দলের চাই দিদির ক্ষমতা। কোথাও কোথাও সবুজ-গেরুয়া, লাল-সবুজের লড়াই হচ্ছে বটে তা নিতান্তই নগণ্য।

গণতন্ত্রের বড় বড়াই ছিল বাংলার। এ রাজ্যের পঞ্চায়েতী রাজকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মডেল করবেন বলে ভেবেছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি। দীর্ঘ ৪০ বছরে সেই পঞ্চায়েত গরিমা হারালেও অতি বড় রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞও ভাবতে পারেননি বাংলা, থুড়ি বিশ্ববাংলার কপালে এমন গণতন্ত্র লেখা ছিল। বাম শাসনের জগদ্দল পাহাড়কে সরাতে যেসব পরিবর্তনের কাণ্ডারী বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন তাদের অনেকেই এখন কথা তুললে মুখ লুকান, রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। কিন্তু ঝড়ের সময় বালিতে মুখ গুঁজে যেমন কোনও লাভ হয় না, তেমনই এড়িয়ে যাবার অছিলায় কেউ ঠেকাতে পারছে না বাংলার অধোগতি। এ রাজ্যের রাজনীতি যেভাবে গোঁত খেয়ে তীব্র গতিতে নিচে নামছে তাতে আছাড় খেয়ে লণ্ডভণ্ড হতে বেশি সময় লাগবে না। এটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে উত্তর ২৪ পরগনার আমডাঙা, মালদহের মাণিকচক, উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া, ইসলামপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া সহ গোটা বাংলা।

ছবি : বোমা মজুত আমডাঙায়।

পুকুর ভরাট

মুখ্যমন্ত্রীকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে সোনারপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে যতই কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন না কেন তা অমান্য করতে ১ নম্বরে রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার কাউন্সিলররা। আর এই অভিযোগ যে মোটেই বিরোধীদের কষ্ট কল্পনা নয় তা ফের দেখিয়ে দিল ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে মহামায়াপুর স্কুল রোডের ধারে ১১৯৭ দাগের ৮ শতকের পুকুরটি। রোজ রাতে লরি করে মাটি এনে ভরাট করা হচ্ছে পুকুর। পুরসভা-প্রশাসনে আবেদন নিবেদনে কাজ না হওয়ায় গত ২৯ আগস্ট রাত থেকে অবরোধে বসেছেন বাসিন্দারা। পরদিন বেলা ১২টায় পুরমাতা এসে জানিয়ে দিলেন ড্রেন ও রাস্তা পুরসভার তাই এখানে যা খুশি করার অধিকার রয়েছে তাঁর। টাকার রফা হয়েছে নাকি?

সোনারপুরের কাউন্সিলররা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অমান্য করেন কিভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে সোনারপুরের ভৌগোলিক অবস্থানে। কলকাতা লাগোয়া সোনারপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থা একে লোভনীয় করে তুলেছে। বিস্তৃত বাইপাস এনে দিয়েছে উন্নয়নের ঢল। ফলে সোনারপুর এখন জমি মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্য। বাম আমলে জমির চরিত্র পরিবর্তন থেকে লেনদেন হত উঁচু মহলে চুপিসাড়ে। এখন তৃণমূল কাউন্সিলরদের সে বাঁধন নেই। তারা

এ ব্যাপারে খুল্লাম খুল্লা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নেতা জানালেন, এখান থেকে বিপুল পরিমাণ তহবিল সংগ্রহ হয় রাজনৈতিক দলগুলির। আগেও হত, পরিবর্তনের পরও হয়। কাউন্সিলররা তাই বেপরোয়া, লাগামহীন।

শুধু ২৮ নম্বরে কেন, ১১ নম্বর ওয়ার্ডেও মুখ্যমন্ত্রীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পুকুর ভরাট। কেউ যাতে টের না পায় খুব ধীরে ধীরে চুপিসাড়ে কাজ চলছে। রাস্তার সমান করে মাটি ফেলা হচ্ছে। কাউন্সিলর অনিমা মণ্ডলকে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি কিছুই জানেন না বলে জানান। খোঁজ নিয়ে পরে জানাবেন বলে জানালেও আর তার পাত্তা পাওয়া যায় নি। সোনারপুরের জমি ব্যবসায় পুলিশ প্রশাসন পুরোপুরি ঠুঁটো জগন্নাথ। এমনকি তারা এ ব্যাপারে মুখ খুলতেও নারাজ। প্রশাসনের টুঁটি চেপে ধরেছে সোনারপুরের জমি মাফিয়ারা। ফের রাজনৈতিক পরিবর্তন ছাড়া এর থেকে মুক্তি নেই বলেই দাবি স্থানীয় মানুষের।

চুক্তি বাতিল, নিকাশি যন্ত্রণা দীর্ঘতর হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসভার গুণকীর্তন অমৃত সমান। এর আগে নিউ মার্কেটে ত্রুটিহীন ভূগর্ভ পার্কিং প্লাজা তৈরি করে চুক্তি ভেঙে পিঠটান দিয়েছিল সিমপ্লেক্স নামের এক সংস্থা। বাম আমলের সেই ক্ষত

আজও সারেনি। এবার আরও এক আঘাত সংযুক্ত হল কেইআইআইপি প্রকল্পের হাত ধরে। কলকাতার পয়ঃপ্রণালী নতুন করে তৈরি করতে শহরতলিতে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের টাকায় এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ২০১৬ সালের শেষের দিকে। বিভিন্ন বোরোতে কাজ করার জন্য বিভিন্ন সংস্থাকে টেন্ডার দেওয়া হয়। চুক্তি হয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার। এরপর বেহালা বা যাদবপুরে যারা গিয়েছেন তারা জানেন কেইআইআইপি প্রকল্পের কাজের শ্লথগতি অভিশাপে পরিণত হয়েছে। প্রতি বর্ষায় জল কাদায় চরম দুর্ভোগের মধ্যেও মানুষ অপেক্ষা করছিলেন সুদিনের আশায়। কাজ শেষ হলে নিশ্চয় সুরাহা মিলবে।

আশা নিরাশার দোলাচলে গত ২১ আগস্ট শক্তিশেল হেনেছে কলকাতা পুরসভা। বোরো ১১-র অন্তর্গত ১১১, ১১২, ১১৩ ওয়ার্ডে কেইআইআইপি কাজের টেন্ডার পাওয়া সংস্থা তাঁতিয়া কনস্ট্রাকশনের চুক্তি বাতিল করা হয় পুরসভার পক্ষ থেকে। জানানো হয়েছে ৫০ শতাংশ সময় পার হয়ে গেলেও কাজের আশানুরূপ অগ্রগতি হয় নি। বার বার সতর্ক করা সত্ত্বেও কর্ণপাত করে নি সংস্থাটি। আগামী তিন বছরের জন্য কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে সংস্থাটিকে। বাকি কাজের জন্য নতুন করে টেন্ডার করা হবে। অর্থাৎ যতক্ষণ না নয়া সংস্থা বরাত পাচ্ছে ততক্ষণ দুর্ভোগের সীমা থাকবে না পুরবাসীর। এখনও বর্ষা কাটে নি। সামনে পুজো। দিন কাটাতে হবে অর্ধসমাপ্ত কাজের অভিশাপ মাথায় করে। ভুক্তভোগী মানুষের প্রশ্ন তিনবছর ধরে পুরসভার পক্ষ থেকে যেসব আধিকারিক বোরো ১১য় প্রকল্প দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন তাদের গাফিলতি চিহ্নিত করা হবে না কেন? দীর্ঘ আড়াই বছরের বেশি তারা কি ঘুমোচ্ছিলেন?

ছোট লালবাড়ির কর্তারা কি বলছেন জানবো পাঁচের পাতায়।

মোমো এখন জিভে নয় চোখে আনছে জল

মেহেবুব গাজী, ডায়মন্ড হারবারঃ মোমো। বাঙালি থেকে অবাঙালি নাম শুনলেই জিভে জল এসে যায়। কিন্তু সেই নাম এখন জিভে নয় জল আনছে চোখে। আতঙ্ক সবার চোখে মুখে। ওই বুঝি সবুজ সাদা পর্দায় ভেসে উঠবে, 'হাই আই অ্যাম মোমো'। কিংবা ভিডিও কল করবে এক অদ্ভুত ভয়ানক প্রাণীর মুখ। তারপর বলবে, 'লেটস প্লে আ গেম উইথ ইউ'। আর খেলা না খেলে ব্লক করতে গেলেই হুমকি দেবে প্রাণনাশের। এমনই আতঙ্ক ছড়িয়েছে দেশ তথা রাজ্য জুড়ে। এই বিপজ্জনক খেলায় রাজস্থানের অজমেরে মারা গেছে একজন ছাত্রী। আত্মহত্যা করে নেয় দশম শ্রেণির ছাত্রী। মারা গেছে পশ্চিমবঙ্গের গোয়ালতড়ের এক যুবক। মোমোর ভিডিও কল জলপাইগুড়িতেও, ধূপগুড়ির দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রকেও। অন্যদিকে চন্দ্রকোনার মহেশপুরের এমএ প্রথম বর্ষের ছাত্রীকেও মোমোর মেসেজ। মেমারি, আলিপুর, হুগলি, ফালাকাটা- প্রত্যেক এলাকায় মোমোর আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সেই মোমো আতঙ্ক এখন রাজ্যের অলিগলি ছাড়িয়ে হানা দিয়েছে পাড়ায় পাড়ায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা থানার অন্তর্গত সাহিপুর ইউনাইটেড ক্লাবে তখন বন্ধুরা ব্যস্ত ছিল আড্ডায়। আবার কেউ বা ওয়াটস অ্যাপে। ঠিক তখনই সবুজ সাদা পর্দায় ভেসে উঠলো সেই ভয়ানক অদ্ভুত প্রাণীটির ছবি।

এরপর পাঁচের পাতায়

বেহাল টাকি রোডে হোঁচট খাচ্ছেন লোকনাথ ভক্তরা

কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর ২৪ পরগনা : এই প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার একদিন পরই জন্মাষ্টমী। এদিন বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জন্মদিন হিসেবে খ্যাত। উত্তর চব্বিশ পরগণার দুটি বহু পুরনো ধাম চাকলা ও কচুয়া। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত সহ অন্যান্য জায়গা থেকে প্রায় কয়েকলক্ষ পুণ্যার্থী আসেন বাবার মাথায় জল ঢালার জন্যে। চাকলা ও কচুয়া যাবার জন্য প্রধান সড়কটি হল টাকি রোড। কেউ কেউ গাড়িতে যাতায়াত করলেও অধিকাংশ ভক্তরা যান পায়ে হেঁটেই। কিন্তু টাকি রোডের বেহাল দশা এবারে পুণ্যার্থীদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। মন্দির কমিটিদ্বয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে দিনের পর দিন পুণ্যার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। যে রাস্তা দিয়ে কাতারে কাতারে পুণ্যার্থীরা যাবেন। সেই রাস্তাটির বেহাল দশায় চোখে জল এসে যায় বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। জেলা শহর বারাসত থেকে দুটি ধামেরই দূরত্ব প্রায় ২৫-২৬ কিলোমিটার। গোটা রাস্তা জুড়েই এবড়োখেবড়ো অবস্থা। দাঁত বের করে থাকা কুচো পাথর যেমন ভর্তি, তেমনই রয়েছে বিপজ্জনক খানা-খন্দ। রাস্তা সম্প্রসারণের নামে রাস্তার দু'পাশের প্রাচীন গাছগুলিকে কেটে ফেলা হয়েছে প্রায় বছরখানেক আগেই।

এরপর পাঁচের পাতায়

দারিদ্র্যের মধ্যেই অসুস্থ পুত্রকে ছেড়ে পালাল যুক্তফ্রন্ট

দেবাশিস রায়, কাটোয়া:

পরিবারে ঘোরতর আর্থিক অনটন। দু'বেলা ভাতের জোগাড় করাটাই দুরূহ। অথচ এই পরিস্থিতির মধ্যেই গুরুতর অসুস্থ ও দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী ছেলেকে ছেড়ে পালিয়ে গেলেন দায়িত্বজ্ঞানহীন পিতা। ফলে পুত্রের চিকিৎসা, মেয়ের লেখাপড়ার খরচের পাশাপাশি দু'বেলা খাবার জোটানোর জন্য মা'কেই প্রতিনিয়ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে। ইতিমধ্যেই পুত্রের ব্যয়বহুল চিকিৎসার জন্য বিক্রি হয়ে গিয়েছে একচিলতে কৃষিজমিও। হৃদয় বিদারক এই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই প্রশাসন সহ বিভিন্ন মহলে তৎপরতা শুরু হয়েছে।

পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া ১ নং ব্লকের গোয়াই পঞ্চায়েতের পারুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা যুক্তফ্রন্ট মণ্ডলের ছেলে ভূবন দীর্ঘদিন ধরে কঠিন অসুখে ভুগছেন। প্রায় সাড়ে চার বছর ধরে শয্যাশায়ী বছর ২১ বয়সী ভূবন মণ্ডল। মা ও বোনের সহায়তা ছাড়া কোনওভাবেই নড়াচড়া করার শক্তি নেই তাঁর। একটা সময় এই ভূবনই এক নিঃশ্বাসে দীর্ঘ পথ দৌড়ে যেতে পারতেন। ইচ্ছে ছিল লেখাপড়া শিখে অনেক টাকা উপার্জন করবেন ,পরিবারের পাশে দাঁড়াবেন। কিন্তু সেই ভূবন মণ্ডলকে ২০০৪ সালে মাধ্যমিক পাশ করার পরেই পড়াশুনায় ইতি টানতে হল। হঠাৎ করেই একদিন হাঁটাচলার সমস্ত ক্ষমতাই হারিয়ে ফেললেন। সুদূর বেঙ্গালুরুতে চিকিৎসা করিয়েও ভূবন সুস্থ হতে পারেননি। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, স্নায়বিক সমস্যার কারণেই এই জটিল পরিস্থিতির শিকার ভূবন। এর চিকিৎসার

খরচও দেদার। কিন্তু নুন আনতে পান্তা ফুরনোর সংসারে ছেলের চিকিৎসার খরচ আসবে কোথা থেকে এই ভেবেই দিনরাত দুশ্চিন্তায় কাটে অপর্ণা মণ্ডলের। তার ওপর ইলেভেনে পাঠরতা মেয়ে লীলার পড়াশোনার খরচও রয়েছে।

শয্যাশায়ী ভূবন মণ্ডল বলেন, এই কঠিন অবস্থার মধ্যেই বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। অনেক খোঁজ করেও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি। এখন আমার মা সংসার চালানোর জন্য কাগজের ঠোঙা বানিয়ে বিক্রি করেন। আমাদের র‍্যাশন কার্ড থাকলেও সরকারি কোনও সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি না। ২ টাকা কেজি দরে চালও পাই না। আমার এই অচলাবস্থার কথা শুনে এখন প্রশাসনের লোকজনেরা এসে খোঁজ নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়ে গেছেন। তাছাড়াও কয়েকজন আত্মীয়স্বজনের পাশাপাশি বেশ কিছু সহৃদয় মানুষজন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

কাটোয়ার চলো পাল্টাই নামে একটি জনসেবামূলক সংগঠনের পুলক বিশ্বাস, বাবন ঘোষ, অনির্বাণ ঘোষ, বিশ্বপ্রিয় মণ্ডল প্রমুখ সদস্য ২৮ আগস্ট ভূবনদের বাড়িতে গিয়েছিল। সংগঠনের পক্ষে পুলক বিশ্বাস বলেন, আমরা ভূবন মণ্ডলের চিকিসার একাংশের ব্যয়ভার বহন করব বলে পরিবারটিকে জানিয়ে দিয়েছি। সেইসাথে রোগীর পুষ্টিকর খাবারের দায়িত্ব আমরাই নিচ্ছি।কাটোয়ার মহকুমাশাসক সৌমেন পাল বলেন, ভূবন মণ্ডলের অসুস্থতার বিষয়টার পাশাপাশি পরিবারটির দারিদ্রতার কথা জানতে পেরে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি মানবিক প্রকল্পের সুবিধা পাবে পরিবারটি। এবাবদ প্রতি মাসে ১০০০ টাকা ভূবন মণ্ডলের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যাবে।

ছবিঃ শয্যাশায়ী ভূবন মণ্ডল

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, ১ সেপ্টেম্বর – ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

রাজনীতির দূষণে আক্রান্ত শিক্ষা ব্যবস্থা– কাঙ্খিত লক্ষ্য তাই অধরা

নির্মল গোস্বামী

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন শিক্ষা দফতর বাস্তু ঘুঘুর বাসা। কারণ শিক্ষার মান নাকি নিম্নমুখী। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর বোধদয় অত্যধিক বিলম্বে হল। সাত বছর পর তিনি বুঝিলেন যে সরকারের শিক্ষা দফতরে ঘুঘুর বাসা। তাঁর সরকারে পূর্বের শিক্ষামন্ত্রী এবং বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী যিনি একাধারে দলের মহা সচিবও বটে তাঁদের কারও দৃষ্টিপথে এতো বড় সত্যটা প্রতিভাত হল না কেন? তাদের ঝাপসা দৃষ্টি ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত ? যদি অনিচ্ছাকৃত হয় তাহলে বলতে হবে যে তারা ওই পদের যোগ্য নয়। দফতরের কমতি যদি তারা চিহ্নিত করতে না পারে তাহলে সেই দফতর সুষ্ঠভাবে চালাবে কেমন করে? আর যদি ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিকে ঝাপসা করে রাখে অর্থাৎ দেখেও যদি না না দেখার ভান করে থাকে, তাহলে বলতে হবে তারাও ওই বাসার বাসিন্দা। তাই সেই বাসা ভাঙার কথা তাদের চিন্তায় স্থান পায়নি। এই কথা অবিসংবাদিত ভাবে প্রমাণ হল যে এই সরকারের মন্ত্রিসভায় একজনই মন্ত্রী বাকি সব পুতুল। যাই হোক আমাদের সৌভাগ্য যে সেই একজন মন্ত্রীর দৃষ্টি পড়ছে সেই দফতরে এবার বোধহয় সুরাহা হবে।

কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থায় আছে দিন আসার পথে যে বিস্তর বাধাগুলি আছে সেই সম্পর্কে বোধহয় কিঞ্চিৎ আলোচনার অবকাশ আছে।

প্রথম প্রশ্ন হল যে শিক্ষার মান নিম্নমুখীর জন্য শিক্ষা দফতর দায়ী না শিক্ষাব্যবস্থা যে রাজনীতি দ্বারা পরিচালিত হয় সেই রাজনীতি তাদের ভ্রান্ত নীতি দায়ী? আমাদের হাতের কাছে বাস্তব উদাহরণ হল বাম সরকারের অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ইংরাজি তুলে দিয়ে এবং পাশ ফেল প্রথা তুলে দিয়ে শিক্ষার অন্তর্জলী যাত্রা শুরু করিয়ে দিয়েছিল। পরে তারা ভুল বুঝতে পারে। এই যে দু দশক ধরে ভুলনীতি চাপানো হল শিক্ষার্থীদের উপর তার দায় কিন্তু শিক্ষক দফতরের নয়।

স্বাধীনতার অব্যবহতির পর থেকেই শিক্ষার মানের অবনতির যে ধারা চালু রয়েছে তার দায়ভার সম্পূর্ণ রাজনীতির। শিক্ষা দফতরে যে ঘুঘু বাসা বেঁধেছে তার দায়ও রাজনীতিকে নিতে হবে। কারণ কী সারা দেশে কি পশ্চিমবঙ্গে কোনও দফতরই স্বাধীনভাবে চলে না। কারণ চলতে দেওয়া হয় না। সরকারি দলের নেতা কর্মী ইউনিয়নের বাইরে গিয়ে কোনও সরকারি কর্মচারী কাজ করতে পারে না। খুব তাজা উদাহরণ হল কলেজে কলেজে প্রায় ৩০% আসন খালি। কেন আসন করল না? ভর্তি নিয়ে যে নোংরামো, যে গুণ্ডাগর্দিটা হল তার জন্য কতটা শিক্ষা দফতর দায়ী আর কতটা রাজনীতি দায়ী ,তার ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। প্রতিটা কলেজে কবে ভর্তি নেবে তার ঘোষণা কলেজের অধ্যক্ষ যদি করে তবে অসুবিধা কোথায়? ভর্তির নির্দিষ্ট দিন বেঁধে দিতে হবে কেন শিক্ষামন্ত্রীকে। কোর্স শুরু আর পরীক্ষার সময় ঘোষণা করবে বিশ্ববিদ্যালয়। কলেজগুলো সেই বিধি বেনে চলবে মাত্র। কোর্স শুরুর তিন মাস পরেও অনেকে ভর্তি হয়েছে আমাদের সময়। এখন সরকার কেন বেঁধে দেবে ভর্তির সময়। এই সময় বেঁধে দেওয়ার জন্যই তো যত গণ্ডগোল। ভর্তির অবাধ সুযোগ থাকলে ভর্তি নিয়ে এতো হৈ চৈ হতো না। যারা প্রকৃত আধিকারিক তাদের হাতে ক্ষমতাকে হ্রাস করে রাজনীতির লোকেরা মাথা গলাচ্ছে সর্বত্র। তাই শিক্ষার এই বেহাল দশা। শিক্ষা ব্যবস্থাটাই সম্পূর্ণ ভেঙে নড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বদলি আটকে আছে তার উল্লেখ করেছেন বলে কাগজে পড়লাম। এখানেও আধিকারিকদের হাত বাঁধা বদলি হবে শিক্ষক নেতাদের অঙ্গুলি হেলনে। তার জন্য যারা বদলি হবে তাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। অনেক অপদেবতাকে তুষ্ঠ করতে হয়। কিছুদিন আগে পেপারে

দেখা গেল যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সামগ্রিক রেজাল্ট নাকি খারাপ। তাই জেলা প্রশাসন নাকি এ বিষয়ে দেখভাল করবে। যেন জেলাপ্রশাসনের তদারকির অভাবের জন্য শিক্ষার মান খারাপ হচ্ছে।

উল্টে অন্য প্রশ্ন তো করা যায়। যেমন সরকারের সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে চলছে শিক্ষক সমাজ। কপিল সিব্বল, স্মৃতি ইরানি থেকে প্রকাশ জাভরেকাররা যা নির্দেশ পাঠাচ্ছে আমাদের রাজ্যও তা হুবহু অনুসরণ করছে। তাহলে কেন শিক্ষার মান কাঙ্খিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারছে না? রাজনীতির লোকের বলল যে শিক্ষকরা উপযুক্ত নয়। তাদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হল। শিক্ষকদের বিষয় ভিত্তিক ট্রেনিং দেওয়া হল। তারপর বলল সব শিক্ষকদের এনসিটিই–এর নিয়মানুসারে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। দেশে যত শিক্ষক তাদের ট্রেনিং দেওয়ার মতো কলেজ নেই।

রাতারাতি কলেজ তৈরি হল। শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ নিলেন কেমন করে শিশুদের শেখাতে হয়। তারপর বলল উচ্চমাধ্যমিকে যে সব শিক্ষকদের ৫০% নম্বর নেই তারা পড়ানোর অযোগ্য। তাই কেউ হয়তো বিএ পাশ করেছে কিন্তু উচ্চমাধ্যমিকে ৪৫% নম্বর আছে। তিনি যদি পুনরায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে ৫০% নম্বর পায় তবেই পড়ানোর যোগ্যতা অর্জন করবে। শিক্ষকরা সব বুড়ো বয়সে আবার স্কুলের বেঞ্চিতে গিয়ে বইখাতা নিয়ে বসে পড়ল। ঘরে স্ত্রী ছেলে মেয়ে আছে চাকরি তো বাঁচাতে হবে? তারা কতটা মনোযোগ দিয়ে পড়ল তার খবর নেই। কিন্তু যে কোনও ভাবেই হোক ৫০% নম্বর নিয়ে আবার উচ্চমাধ্যমিক পাশ করল। এরপরও যদি শিক্ষার মান না বাড়ে তাহলে দোষ কার? তাহলে এটা প্রমাণিত হল উচ্চ মাধ্যমিকে ৫০% নম্বর পাওয়া–না পাওয়ার উপর শিক্ষার মান নির্ভর করে না কর্মক্ষেত্রে শিক্ষকদের শুধুই হয়রানি।

একজন মাধ্যমিক পাশ করল মানে সে একটা মিনিমাম মান অর্জন করেছে। এই ঘোষণা সরকারি বোর্ড করে। এখন সেই ছেলেটা যদি বেশি নম্বরের জন্য আবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে চায় ওই পরীক্ষা দেওয়ার কি সরকারি আইন আছে? শিক্ষার কোনও স্তরেই বোধহয় এই আইন নেই। তাহলে যে শিক্ষক বিএ পাশ। সে আগেই উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে। সে আবার কি করে উচ্চমাধ্যমিক পড়বে? এই যে নীতি বিরুদ্ধে প্রথা বহির্ভূত কাজ করার নির্দেশ জারি হল প্রাথমিক শিক্ষকদের উপর তার জন্য কোনও স্তরেই প্রতিবাদ হল না। শিক্ষা ব্যবস্থার উপর এই তুঘলকি ফরমান যারা জারি করে, যারা তা বিনাবাক্যে আদেশ বহন করে তারা শিক্ষার উন্নতি আশা করে কী করে?

কেউ মন্ত্রী হল মানে তিনি মনে করেন দেশটা তার দেশের টাকা তার। তিনিই শিক্ষকদের মাইনে দিচ্ছেন। তাই মাইনে যখন দিচ্ছে তখন শুধু শুধু মাইনে দেবে একটু লাঠি ঘোরাবে না। তাই শিক্ষা এবং শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কহীন মন্ত্রীরা ঠিক করতে চাইলেন শিক্ষকরা কি পড়াবে? কেমন করে পড়াবে তার নানান অসার পরিকল্পনা। তাদের মনে রাখা দরকার যে দেশে রাষ্ট্রপতি শাসন চললেও শিক্ষকরা মাইনে পাবে। আমাদের দেশের রাজনীতিকদের এই মনোভাবই সর্বনাশের মূল। এই মনোভাব থেকেই ১২৫ কোটি দেশের শিক্ষামন্ত্রী করা হয় বারো ক্লাস পাশ একজন মহিলাকে। যদি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি চাইত শাসকরা তাহলে দেশীয় শিক্ষা চালু ও প্রসারের জন্য ইংরেজরা বিদ্যাসাগর মহাশয়সহ শিক্ষাবিদদের পরামর্শ গ্রহণ করত। তাই তখনকার শিক্ষা সত্যিই ফলদায়ক প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। আজ দলীয় রঙে শিক্ষাকে চোবাতে গিয়ে শিক্ষার মূলোচ্ছেদের ব্যবস্থাই পাকা করছে। ৪০ জন ছাত্র পিছু একজন শিক্ষক এর পরিবর্তে প্রতি ক্লাস পিছু একজন করে শিক্ষক নিয়োগ করাই বাঞ্ছনীয় প্রাইমারির ক্ষেত্রে। ভোট গ্রহণ করতে গিয়ে শিক্ষকরা যা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন বিশেষ করে আমাদের রাজ্যে তারপর তাদের মধ্যে ন্যায় নীতিবোধ থাকাটা অস্বাভাবিক দাবি নয় কি? যে শিক্ষক ভোট করতে গিয়ে মেরুদণ্ডটা বাঁকিয়ে এল, সেই শিক্ষক কী নৈতিকতার পাঠ দিতে পারে ছাত্রদের বা কর্মক্ষেত্রে নীতি নৈতিকতা বজায় রেখে আদর্শ শিক্ষক হয়ে উঠতে পারে?

শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছাতা নেই। যে শিক্ষক ৫ লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে চাকরি পেল সে চাকরিই করবে, কোনও দিন শিক্ষক হয়ে উঠতে পারবে না। তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে কাঙ্খিত ফল লাভ করাও প্রায় অসম্ভব। শিক্ষকদের বকার অধিকার নেই, মারার অধিকার নেই, পরের শ্রেণীর উপযুক্ত নয়, তাই এক বছর একই শ্রেণিতে থাকুক এই কথা বলার অধিকার নেই। ছাত্রদের সব নির্দিষ্ট মানে পৌঁছে দিতে হবে এই অধিকার আছে। তোমায় মাইনে দিচ্ছি। তাই আমার কথা মতো কাজ করতে হবে। এলাকার টু পাশ পার্টির নেতা সে ঠিক করে দিচ্ছে শিক্ষক সংগঠনের কে নেতা হবে।

এমনই শর্ত দিতে বাঁধা পড়ে আছে শিক্ষা ব্যবস্থা। অতীতেও ছিল ভবিষ্যতেও থাকবে। রাজনীতি মুক্ত হলেই দফতর অনেকাংশে স্বচ্ছতা সহ কাজ করতে পারে তা সে শিক্ষা দফতরই হোক আর অন্য দফতরই হোক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্বদিচ্ছায় সন্দেহ না করেও বলা যায় এখানে ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। ক্ষমতা ধরে রাখতে গেলে পূর্বজ দেখানো পথেই চলতে হবে যে...

পঞ্চায়েতের সংঘর্ষের রেশ অব্যাহত, ব্যর্থ প্রশাসন

রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে যে ক্ষত তা যে বেশ দগদগেই রয়ে গিয়ে তার প্রমাণ মিলতে শুরু করেছে একের পর এক সংঘর্ষের ঘটনায়। যাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই ফের বলি হয়েছে বেশ কতগুলি তাজা প্রাণ। বেশ কিছু এলাকায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে জতুগৃহকেও হার মানাচ্ছে সেইসব ঘটনা। এসব ক্ষেত্রে পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা হয়ে উঠেছে নক্কারজনক। বিশেষ করে কোনও কোনও ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই বা পুলিশ–প্রশাসন যেন নিজের মতো করে কাজ করছে। ঘটনা হল এমন কেনই বা হচ্ছে। তাহলে সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই, না সাবাতোজ হচ্ছে চারদিকে। এই কথাটাই ঘুরপাক খাচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। কেন এই অচলাবস্থা এর উত্তর যেমন নেই, ঠিক তেমনই কবে এই অশান্তি পুরোপুরি থামবে তার জবাবও মিলছে না কারও কাছে। মাঝখান দিয়ে সাধারণ ঘরের উলুখাগড়াদের প্রাণ যাচ্ছে একের পর এক। একটা নির্বাচন শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও কেন এমন সংঘর্ষ লাগাতার ঘটছে এই প্রশ্ন রীতিমতো দাগা দিয়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। তার ওপর লোকসভা ভোট সামনের বছর। ফলে রক্তাক্ষয়ী অধ্যায়ের পার্ট–২ বা পার্ট–৩ কিংবা আরও বেশি আরম্ভ হতেই পারে। পুলিশ–প্রশাসনের ওপর সরকার যেমন নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে ঠিক তেমনই পার্টি কর্মীদের ওপরেও তাদের যে কোনও কমান্ড নেই সে কথাটাও পরিস্কার হয়ে উঠছে। বাংলায় প্রবাদ আছে যার জোর তার মুলুক। আবার হিন্দিতে বলা হয় জিসকা লাঠি উসকা ভইস, অর্থাৎ মহিষ। এই কথা কিন্তু শুধুমাত্র গায়ের জোরে বলিয়ান কাউকে ভেবে বলা নয়। বরং অর্থ ও প্রতিপত্তির দ্বারা যে বা যারা পুষ্ট তার বা তাদের কথা ভেবেই বলা। আর কে না জানে রাষ্ট্র হল সেই ক্ষমতার সিন্দুকের চাবিকাঠি। যে তা করায়ত্ব করতে পারবে সেই ছড়ি ঘোরাবে অপরের ওপর। এই ক্ষমতা তখন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে যখন শুধুমাত্র একটা দেশ দখল করে বা আধিপত্য জমিয়েই থেমে থাকা হবে না, অধিকৃত মানুষদের ওপর নিজেদের মতাদর্শ চাপিয়ে দেওয়া যাবে। বস্তুত, পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকালে এমন অনেক ছবি চোখে পড়বে যেখানে জয়ীদের আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে বিজেতাদের ওপর। সমাজের বির্বতনেও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রেখে গিয়েছে এই সব অধ্যায়। দুনিয়া জুড়ে যে দুটি মতাদর্শ নিয়ে আজও এত আলোচনা হয় সেই সমাজতন্ত্র বা ধনতন্ত্র বিপরীত মেরুর হলেও এদের প্রসার ঘটে হিটলার–মুসোলিনির নাৎসি ও ফ্যাসিজমের পরাজয়ের অব্যবহিত পর থেকেই। মার্ক্সবাদ, লেনিনবাদী সমাজতন্ত্রের প্রতিভূ রাশিয়া ও ধনতন্ত্রের ধারক বাহক আমেরিকার দর্শন পুরোপুরি ভিন্ন হলেও মুসোলিনির ইতালি ও হিটলারের জার্মানির বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধে এই দুই অহি–নকুল শক্তি কিন্তু হাতে হাত মিলিয়েছিল। আর ইতিহাস বলছে এই মহাযুদ্ধ জেতার পর রাশিয়ার সমাজতন্ত্র ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনতন্ত্র তথা পুঁজিবাদী অর্থনীতি সমান্তরালভাবে তামাম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ

এই অবস্থার সহস্র ভাগের এক ভাগ উপস্থিত হইবার পূর্বেই এ পৃথিবী শীতল হইয়া যাইবে, তখন আমরা থাকিব না। অতএব অন্যত্র হয় হউক, এই পৃথিবীতে এই সত্যযুগ এই আদর্শ যুগ কখনই আসিতে পারে না। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি জগতের উপকার করিতে গিয়া প্রকৃতপক্ষে আমরা নিজেদেরই উপকার করিয়া থাকি। অপরের জন্য আমরা যে কার্য করি, তাহার মুখ্য ফল আমাদের চিত্তশুদ্ধি। সর্বদা অপরের কল্যাণচেষ্টা করিতে গিয়া আমরা নিজেদের ভুলিবার চেষ্টা করিতেছি। এই আত্মবিস্মৃতিই আমাদের জীবনে এক প্রধান শিক্ষার বিষয়। মানুষ মুর্খের মতো মনে করে স্বার্থপর উপায়ে সে নিজেকে সুখী করিতে

পারে। বহুকাল চেষ্টার পর সে অবশেষে বুঝিতে পারে, প্রকৃত সুখ স্বার্থপরতার নাশে, এবং সে নিজে ব্যতীত অপর কেহই তাহাকে সুখী করিতে পারে না।

পরোপকার মূলক প্রতিটি কার্য, সহানুভূতিসূচক প্রতিটি চিন্তা, অপরকে আমরা যেযুকু সাহায্য করি এরূপ প্রত্যেকটি সৎকার্য আমাদের ক্ষুদ্র 'আমি'র গরিমা কমাইতেছে এবং আমাদের ভাবিতে শিখাইতেছে, আমরা অতি সামান্য সুতরাং এগুলি সৎকার্য। এইখানে দেখি, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম একটি ভাবে মিলিত হইয়াছে। সর্বোচ্চ আদর্শ অনন্তকালের জন্য পূর্ণ আত্মত্যাগ, যেখানে কোনও 'আমি' নাই, সব 'তুমি'। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কর্মযোগ মানুষকে ওই লক্ষ্যেই লইয়া যায়। একজন ধর্মপ্রচারক নির্গুণ (ব্যক্তিভাবশূন্য) ঈশ্বরের কথা শুনিয়া ভয় পাইতে পারেন। তিনি সগুণ ঈশ্বরের উপর জোর দিতে পারেন, নিজের নিজত্ব ও ব্যক্তিত্ব–এগুলির তাৎপর্য তিনি যাহাই বুঝুন–অক্ষুন্ন রাখিবার ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু তিনি যে নৈতিক আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা যদি যথার্থই ভাল হয়,তবে উহা সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ ব্যতীত আর কোনও ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।ইহাই সমুদয়নীতির ভিত্তি।

ফেসবুক বার্তা

অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতে রেল ভ্রমণে এমনটি প্রায়ই হত। কোনো স্টেশনে যাত্রা বিরতির ফাঁকে চট করে ক্ষৌরকর্ম সেরে নিত দূরপাল্লার যাত্রীরা। আর এজন্য প্ল্যাটফর্মে বিচরণ করত ভ্রাম্যমান নরসুন্দর।

দিকে দিকে রাখিবন্ধন

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার উদ্যোগে মহাসমারহে অনুষ্ঠিত হল ২৬ আগস্ট 'রাখিবন্ধন উৎসব'। গোবরডাঙার রেলগেট সংলগ্ন মনসাতলা মোড়ে পথচলতি ৫ হাজার মানুষের হাতে রাখি পরিয়ে দেয় সংস্থার শতাধিক শিশু–কিশোর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসমোহন দত্ত, নিরেশ ভৌমিক, ড. বিজনকান্তি নন্দী, শিক্ষিকা আভা চক্রবর্তী, শিক্ষক নন্দদুলাল বসু, পলাশ মণ্ডল, অতনু দে, ড. জয়শ্রী মিত্র, অলোকানন্দ বসু, 'জেলার আলোক বার্তা' পত্রিকার সম্পাদক মলয় দাস বিষ্ণু সরকার, অনন্ত চক্রবর্তী, মহঃ হাবিব মণ্ডল, কাউন্সিলর বাসন্তী ভৌমিক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার নৃত্য বিভাগের অঙ্কিতা সর্দার, রিমি গাইন, অহনা চক্রবর্তী দেবপ্রিয়া শীল, রূপালী সরকার, সোনালী দাস, সুদীপা বিশ্বাস, অঙ্কিতা সাহা, জয়িতা ঠাকুর, সৃষ্টি রায়, পর্ণশ্রী সর্দার, অয়ন্তিকা দাস, দিপীকা শিল, হাম্পি মুন্ডা, সুপ্রিয়া সমাদ্দার, জুঁই দাস, মৌসুমী পাল,সুদীপা সর্দার, নেহা বিশ্বাস, জিয়া মালি, প্রিয়া মালি, সোনালী সরকার, সঞ্চিতা দত্ত, সর্ণিমা চক্রবর্তী, মৌসুমী বিশ্বাস, মেরি মন্ডা, সোনালী হাওলাদার, তৃষা গোস্বামী, তৃষা হাওলাদার, বিপাশা রায়, শর্মিষ্ঠা ব্যানার্জি, স্মৃতি চক্রবর্তী,তন্ময় মণ্ডল, তৃষা সরকার এবং ঋতুপর্ণা মুখার্জি।

নৃত্য পরিচালনা করেন ঋতুপর্ণা মুখার্জি। বক্তব্য রাখেন ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পলাশ মণ্ডল, রাসমোহন দত্ত, বিজনকান্তি নন্দী,আভা চক্রবর্তী,অতনু দে অলোকানন্দ বসু। প্রত্যেকেই রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার এই অভিনব উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বলেন হিংসা হানাহানির বিরুদ্ধে এবং সম্প্রীতির লক্ষ্যে আগামী প্রজন্মের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে এই উদ্যোগ। প্রত্যেক অতিথিদের হাতে অনুষ্ঠানের স্মারক হিসাবে একটি করে গাছ উপহার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন প্রদীপ ভট্টাচার্য ও সাধনা মজুমদার।

বীরভূমে

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার সকাল দশটা থেকে রাজগ্রাম অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। পথচলতি মানুষদের হাতে রাখি পরিয়ে লাড্ডু তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলাপরিষদের সদস্য প্রদীপকুমার ভকত,পঞ্চায়েতসমিতির সদস্য কচি সাঁতরা,রাজগ্রাম পঞ্চায়েত প্রাক্তন প্রধান মৌলুদা বেগম,সাংবাদিক রাইহান রেজা,রাজগ্রাম মহামায়া উচ্চবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কুদ্দুস আলি সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। সকাল আটটা নাগাদ রাখি বন্ধনের পাশাপাশি দুবরাজপুর শহরে এবিভিপি–র দুবরাজপুর ইউনিটের পক্ষ থেকে কেরলে বন্যা কবলিত মানুষ এবং ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়াতে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রমুখ রূপক মন্ডল,দুবরাজপুর ইউনিট প্রমুখ গোপীনাথ ঘোষ,ইউনিট কার্যকর্তা রাজেন্দ্র সেন,রাজ্য কমিটির সদস্য কপিল মন্ডল সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। সিউড়ি তৃণমূল আইটি সেল এবং পুলিশের উদ্যোগে পথচলতি মানুষজনের হাতে রাখি পরিয়ে দেওয়া হয়। রাজনগর,কড়িধ্যা,লোহাপুর,মল্লারপুর, সিউড়ি,বোলপুর,রামপুরহাটে এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই–র উদ্যোগে রাখি বন্ধনের পাশাপাশি কেরলে বন্যা কবলিত মানুষদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়। লোহাপুরে তৃণমূলের উদ্যোগে রাখি বন্ধন করা হয়। সবমিলিয়ে বলতে গেলে, রবিবার যথাচিত মর্যাদার সঙ্গে জেলাজুড়ে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়।

বালি বেলুড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা রাজ্যেই চলছে রাখিবন্ধন উৎসব। পিছিয়ে নেই বালি, বেলুড়, লিলুয়াও, বালির নিশ্চিন্দা, ঘোষপাড়া, ষষ্ঠিতলা, কুমিল্লাপাড়া, রবীন্দ্রপল্লি, পাঠকপাড়া, বেলুড় মোহনবাগান বাহালওয়ালা রোড, সহ লিলুয়ার একাধিক জায়গায় চলছে রাখি বন্ধন উৎসব। রবীন্দ্রপল্লিতে সকাল ৯টা থেকে বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে ছিল আগত মানুষজনের হাতে রাখি পরিয়ে দেওয়ার আয়োজন। সকাল ৯টার সময় ষষ্ঠীতলা এবং নিশ্চিন্দা চিত্তরঞ্জন বিদ্যালয়ের সামনে প্রত্যেক মানুষের হাতে রাখি পরিয়ে মুখে মিষ্টি তুলে দিয়ে ভ্রাতৃত্ব বোধে আবদ্ধ হয়েছেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকেরা।

জগদীশপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৬ আগস্ট বিকাল ৪টায় জগদীশপুর কামারপাড়া কবি কুঞ্জে তাদের ১৯৭তম আসরে রাখিবন্ধন উৎসব পালিত হল। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে রাখি বন্ধন সমাজের সৌভ্রাতৃত্বকে আলিঙ্গন করে। মত বিনিময় করতে উপস্থিত থাকেন বহু প্রবীন শিক্ষাবিদ কবি সাহিত্যিক, সমাজ সেবী, পর্যটক ও গুণগ্রাহী স্বজনেরা। বক্তব্য রাখেন সমর ভট্টাচার্য, নিমাই চরণ সাধুখাঁ, মিনতি দে, সমীর চট্টোপাধ্যায়, শংকর জ্যোতি ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি।

আবৃত্তি পাঠে অংশ নেন মোহনলাল চৌধুরী, রীনা গাঙ্গুলি, তনু দাস, রামপদ নস্কর, অশোক দাস প্রমুখ। সংগীত পরিবেশন করেন রেবা ঘোষ, রাধাকান্ত দাস, মাণিক্য বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শৈলেন কর্মকার।

ডঃ বিশ্বরূপ চক্রবর্তী সমাপ্তি ভাষণে সকলকে অভূতপূর্ব অভিনন্দন জানান এবং আসরটি সঞ্চালনা করেন সম্পাদক রবীন চট্টোপাধ্যায়।

গত রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী ব্লকের চুনাখালী গ্রাম পঞ্চায়েতের চুনাখালী বাসস্ট্যান্ডে সাড়ম্বরে পালিত হল রাখি বন্ধন উৎসব। সূচনা করেন গোসাবার বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী মৌলুদ ঘরামী, অমৃত সরকার ও নরেশ নস্কর। নিজস্ব চিত্র

আলিপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপালনগর ৭৪ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় রাখি পূর্ণিমার দিন রাখি বন্ধন উৎসবে উপস্থিত থাকে রাখি বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সম্প্রীতির বার্তা দিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। বহু মানুষ এদিন এই রাখি বন্ধন উৎসবে সামিল হয়।

কাটোয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যজুড়ে কোথাও সংস্কৃতি দিবস কোথাও সম্প্রীতি দিবস রূপে ২৬ আগস্ট সাড়ম্বরে রাখিবন্ধন উৎসব পালিত হল। এই উপলক্ষ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও এদিন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি দপ্তর এবং রাজনৈতিক দলের উদ্যোগে নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। কাটোয়া মহকুমার প্রধান অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়েছিল কাটোয়া পুরভবনের সামনে। এখানে সংস্কৃতি উৎসবে শামিল হন মহকুমাশাসক সৌমেন পাল, মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক আজিজুর রহমান, কাটোয়ার বিধায়ক ও পুরচেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা।

মহকুমাশাসক ও বিধায়ক একে অপরের হাতে রাখি বেঁধে দেন। এছাড়াও পথচলতি শত শত মানুষের হাতে রাখি পরিয়ে দিনটি পালন করা হয়। শহরের পার্শ্ববর্তী পানুহাট এলাকাতেও বিজেপি মহিলা মোর্চার সদস্য সীমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে পথচলতি মানুষের পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের হাতে রাখি পরানো হয়। দাঁইহাট শহরে বাজার সংলগ্ন এলাকায় জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহ সভাপতি শুভেন্দু দাসের নেতৃত্বে এদিনটি সম্প্রীতি দিবস রূপে উদযাপন করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে শত শত মানুষের হাতে রাখি পরিয়ে মিষ্টিমুখ করানো হয়। একইসঙ্গে হেলমেটবিহীন বাইক আরোহীদের নিজের জীবন রক্ষার্থে ও পরিবারের স্বার্থে হেলমেট ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ জানায় ছাত্র সংগঠনটি। অন্যদিকে, ঝুলন উৎসব উপলক্ষ্যেও মেতে উঠেছিল বিভিন্ন এলাকা। ঝুলন উৎসবে পানুহাট ইঁদারাপাড়ে নিউ আপনজন ক্লাব তিনরাত্রিব্যাপী জমজমাট শ্রুতিনাটকের আয়োজন করেছিল। দাঁইহাটে বৌদ্ধ সংঘের ব্যবস্থাপনায় সুভাষ রোডে ইন্দ্রাণী পার্শ্বস্থ মাঠে সংগীতানুষ্ঠান সহ একাধিক শ্রুতিনাটক পরিবেশনের মধ্য দিয়ে দু'রাত্রি ব্যাপী ঝুলন উৎ+সবের আয়োজন করা হয়েছিল। বৌদ্ধ সংঘ প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ এবার।

উত্তরপাড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তরপাড়ায় সাড়ম্বরে পালিত হল 'রাখিবন্ধন' উৎসব। উত্তরপাড়ার ২৩ নং ওয়ার্ডে এই রাখিবন্ধন উৎসবে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুরপ্রধান দিলীপ যাদব, ডলি ঘোষ যাদব, সুব্রত মুখার্জী, উৎপলাদিত্য ব্যানার্জী, পীযূশ গুপ্ত প্রমূখ। প্রায় ১১০০ লোককে এদিন রাখি পরানো হয়। অন্যদিকে ১৯ নং ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত এই রাখিবন্ধন উৎসবে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ – পুরমাতা অদিতি কুন্ডু, ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, সৌগত মন্ডল, অরুণসিংহ রায় প্রমূখ। উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগারে এক সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মহা সমারোহে পালিত হল এই 'রাখিবন্ধন' উৎসব।

‘নবান্ন চলো’ স্লোগান কর্মপ্রার্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার সকালে লোহাপুর জুনিয়ার বালিকা বিদ্যালয়ে ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক কর্মপ্রার্থী সমিতি’র বীরভূম জেলার দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। ২০১৩ সালে ‘এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক’ পোর্টালের উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। সেখান থেকে গ্রুপ–ডি পদে কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো। যুবশ্রী প্রকল্পে ১৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হয়। যুবশ্রী প্রাপকদের চাকরির দাবিতে এইদিনের জেলা সম্মেলন হয় বলে জানা গিয়েছে। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচন। আর তার আগেই দাবিদাওয়া আদায়ের পক্ষে জোরালো সওয়াল করা হয় এদিনের সম্মেলন থেকে। তাই কর্মপ্রার্থীদের চাকরির দাবিতে সম্মেলন থেকে ‘নবান্ন চলো’ ডাক দেওয়া হয়। বক্তব্য রাখেন ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক কর্মপ্রার্থী সমিতি’র রাজ্য সভাপতি রাজকুমার বর্মন,সম্পাদক শুভদীপ দাস,সুরথ দাস,গৌতম দাস,বীরভূম জেলা সভাপতি মিতুউদ্দিন শেখ,সহসভাপতি জাহাঙ্গীর কবীর। জিয়ারুল শেখ সহ ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক কর্মপ্রার্থী সমিতি’র সদস্যারা উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী জেলা সম্মেলন বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়িতে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গিয়েছে।

পণের দাবিতে গৃহবধূ খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক গৃহবধূর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়াল। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার ভরতগঞ্জ গ্রামপঞ্চায়েতের মহেশপুরের আমেদাবাদ গ্রামে। মৃত গৃহবধূর নাম ফরিদা সরদার(১৯)

মৃত বধূর বাপের বাড়ির অভিযোগ ফরিদাকে ব্যাপক মারধর করে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে খুন করেছে শ্বশুর বাড়ির লোকজন। একাধিকবার পণের টাকার জন্য ফরিদাকে চাপ সৃষ্টি করা হত বলেও অভিযোগ। মৃত্যুর আগের দিনও বাপের বাড়ি থেকে ফরিদা দুহাজার টাকা এনে দিয়েছিল। কিন্তু তাতেও কমেনি অত্যাচারের মাত্রা। আরো টাকার দাবিতে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাতো শ্বশুর বাড়ির লোকজন। আর বাপের বাড়ির থেকে টাকা আনতে অস্বীকার করার কারণে মারধর করে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে বলে ফরিদার বাপের বাড়ির লোকেদের অভিযোগ। যদিও শ্বশুর বাড়ির লোকেরা এলাকা থেকেই পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে অন্যত্র। বাসন্তী থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছেন। মৃত বধূর বাপের বাড়ির লোকজন বাসন্তী থানা স্বামী,শাশুড়ি,ভাসুর ও ভাসুরের স্ত্রীর নামে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত দুবছর আগে বাসন্তীর ভরতগঞ্জ গ্রামপঞ্চায়েতের মহেশপুরের আমেদাবাদ গ্রামের পেশায় দর্জি আতিকুর সরদার বিয়ে করেছিল ওই পঞ্চায়েত এলাকার জয়গোপালপুরের রানীগড়ের সাইফ আলি মোল্লার মেয়ে ফরিদাকে।বিয়ের পর প্রথমে শ্বশুর বাড়ির লোকেরা পণের দাবি না করলেও মাস দুই পর থেকেই পণের জন্য ফরিদার উপর অত্যাচার শুরু করে বলে অভিযোগ। শ্বশুর বাড়ির চাপে পড়ে বাপের বাড়ি থেকে গত কালই দুহাজার টাকা এনে দিলে ও অত্যাচারের মাত্রা বেড়েছে কিন্তু কমেনি। অবশেষে বাপের বাড়ি থেকে টাকা কম আনার জন্য মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ফরিদার সাথে আতিকুরের অশান্তি ঝগড়া শুরু হয়। এরপর বুধবার ভোরে স্বামী আতিকুর সরদার,শাশুড়ি ছকিনা সরদার,ভাসুর রফিকুল সরদার,জা টুকটুকি সরদাররা মিলিত ভাবে ফরিদাকে ব্যাপক মারধর করে মেরে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে খুন করে এবং আট মাসের শিশু সন্তানকে ফেলে রেখে সকলে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ফরিদার বাপের বাড়ির লোকেরা মহেশপুরের আমেদাবাদ গ্রামে এসে দেখেন ফরিদার মৃত্যু হয়েছে। এরপরই ফরিদার বাপের বাড়ির লোকজন স্বামী,শাশুড়ি,ভাসুর সহ চার জনের নামে বাসন্তী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বাসন্তী থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছেন।

ইভটিজিং–এর প্রতিবাদ করায় মার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইভটিজিং এর প্রতিবাদ করায় এক মহিলা সহ বেশ কয়েকজনকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠলো স্থানীয় একদল যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর থানার রামধারি এলাকায়। আহতরা গুরুতর জখম অবস্থায় বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

রাখির দিনে ভাইবোন, আত্মীয় স্বজন সকলকে একসাথে নিয়ে বাইকে চেপে বেড়াতে বেড়িয়েছিলেন বারুইপুর থানার রামনগরের বাসিন্দা অমিত নস্কর। কিন্তু পথে একদল যুবক তার স্ত্রী ও সঙ্গে থাকা মহিলাদের উদ্দেশ্যে কটুক্তি ও খারাপ অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ সেসব সহ্য করার পর ঘটনার প্রতিবাদ করেন অমিতবাবুর স্ত্রী সুস্মিতা নস্কর। সাময়িক ভাবে নিজেদের ভুল স্বীকার করে ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যায় বাইক আরোহী তিন যুবক। অভিযোগ কয়েক মিনিটের মধ্যে আরও জনা পনেরো যুবককে জুটিয়ে নিয়ে এসে লাঠি রড নিয়ে রামধারি ব্রিজের কাছে পথ আটকায় তারা। এরপর বাইক থেকে সুস্মিতা নস্করকে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করতে থাকে অভিযুক্তরা। অন্যরা বাধা দিতে গেলে তাদের ও বেশ কয়েকজনকে বেধড়ক মারধর করে অভিযুক্তরা। এমনকি মহিলাদের শ্লীলতাহানিও করা হয়। ঘটনায় সুস্মিতা নস্কর সহ অন্তত চারজন গুরুতর জখম হন। ঘটনার পর এলাকার যুবকদের পক্ষ নিয়ে স্থানীয় মানুষজন ও খারাপ আচরণ করেন আক্রান্তদের সাথে। পরে সন্ধ্যা ছটা নাগাদ খবর পেয়ে বারুইপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আক্রান্তদের উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। এ বিষয়ে বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনায় জড়িতদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

স্ত্রীকে অ্যাসিড খাইয়ে খুন,পলাতক স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক গৃহবধূকে অ্যাসিড খাইয়ে খুনের অভিযোগ উঠলো স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে। নিহত গৃহবধূর নাম সুমিত্রা নায়েক(২২)। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার আন্ধারিয়া গ্রামে। মারধরের পর জোর করে সুমিত্রাকে অ্যাসিড খাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্বামী সুব্রত গায়েন ও শ্বশুরবাড়ির বাকি সদস্যদের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর গুরুতর জখম অবস্থায় ওই গৃহবধূকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে সেখানেই মৃত্যু হয় তার। এই ঘটনার পর থেকেই স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ির বাকি সদস্যরা সকলেই পলাতক। স্বামীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের প্রতিবাদ করায় ও বাপের বাড়ি থেকে টাকা পয়সা আনতে অস্বীকার করার কারণে অ্যাসিড খাইয়ে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

উল্লেখ্য, বছর তিনেক আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর থানার দক্ষিণ ঘোলার বাসিন্দা সুব্রত গায়েনের সাথে বিয়ে হয় ক্যানিং থানার আন্ধারিয়া গ্রামের বাসিন্দা সুমিত্রা নায়েকের। বিয়ের পর এক বছর সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। অভিযোগ বছর খানেক পর থেকেই বাপের বাড়ি থেকে টাকা পয়সা নিয়ে আসার জন্য চাপ দিতে শুরু করে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। সুব্রত নিজেই সেভাবে তেমন কোন কাজ করতো না, উল্টে মদ, গাঁজা এমনকি জুয়া ও খেলা করতো। এই নিয়েই সংসারে প্রায়ই অশান্তি শুরু হয়। পাশাপাশি একটি বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কেও জড়িয়ে পড়ে সুব্রত গায়েন। এই বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের প্রতিবাদ করলে স্ত্রীর উপর শুরু হয় অমানবিক অত্যাচার।

বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ক্যানিংয়ে, আদালতের স্থগিতাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে সোমবার সকাল থেকে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং ১নং ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। তৃণমূল কংগ্রেস ও নির্দল তথা যুব তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে কোন্দলের জেরেই উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। দু পক্ষের মধ্যে কারা এই পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করবে তা নিয়েই গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। এর ফলে কার্যত ক্যানিংয়ের সাতমুখী বাজারে নির্দল তথা যুব তৃণমূল কংগ্রেসদের একটি দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর ও কয়েকজন কর্মীকে বেধড়ক মারধোরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। পাল্টা তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা ছিল। উল্লেখ্য এদিন এই পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে প্রধান ও উপপ্রধান গঠনের জন্য ভোটাভুটি হলেও উচ্চ আদালতের নির্দেশে সেই ফল ঘোষণা করেন নি বিডিও নীলাদ্রী শেখর দে। এক জয়ী পঞ্চায়েত সদস্যের নিখোঁজ থাকার অভিযোগ উচ্চ আদালতে জমা পড়ার কারণেই এই ফল ঘোষণায় স্থগিতাদেশ দেয় উচ্চ আদালত।

গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আঠেরোটি আসনের মধ্যে সাতটি জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস। পাঁচটি আসন পায় যুব তৃণমূল কংগ্রেসের অনুগামী নির্দলরা। অন্য ছটি আসনের মধ্যে সিপিএম একটি, ফরওয়ার্ড ব্লক একটি ও তিনটি এসইউসিআই ও একটি বাম সমর্থিত নির্দল প্রার্থী জয়লাভ করে। নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের সাত জয়ী সদস্য সহ এক সিপিএম ও দুই নির্দল সমর্থককে নিজেদের শিবিরে তুলে নেয়। অন্যদিকে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে থাকে আটজন সদস্য। সপ্তাহ খানেক আগে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী নন্দকিশোর সরদার নামে এক সদস্যকে অপহরণের অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। সেই কারণে এই ভোটাভুটিতে স্থগিতাদেশ চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় নন্দকিশোরের পরিবার। আর সেই কারণেই এদিন ভোটাভুটি হলেও ফল ঘোষণার উপর স্থগিতাদেশ জারি করে উচ্চ আদালত। যদিও এদিন ভোটাভুটিতে নন্দকিশোরবাবু অংশগ্রহণ করেন। আঠেরো সদস্যের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের ৯ সদস্য ও যুব তৃণমূল কংগ্রেসের আটজন ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করেন। সরকারি ভাবে ঘোষণা না হলেও সূত্রের খবর, তৃণমূল সদস্য নন্দকিশোর সরদারই প্রধান হিসেবে সদস্যদের সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে জয়লাভ করেছেন। অন্যদিকে ফরওয়ার্ড ব্লকের মদন নস্কর নামে এক জয়ী সদস্য উপপ্রধান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। এদিন সকাল গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা ছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও মোতায়েন করা হয়েছিল এলাকায়। পঞ্চায়েতের সামনের রাস্তায় ২০০ মিটার পর্যন্ত ১৪৪ ধারাও জারি করা হয়েছিল।

অন্যদিকে বাসন্তী ব্লকের জ্যোতিষপুর গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করলো তৃণমূল। এই পঞ্চায়েতে মোট সদস্য সংখ্যা ১৪। তৃণমূল ৮,বিজেপি ৫,আরএসপি ১ আসনে জয়ী হয় এদিন বোর্ড গঠনে সমস্ত জয়ী সদস্য তৃণমূল কংগ্রেস কে সমর্থন করলে প্রধান নির্বাচিত হন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রমীলা সরদার,উপপ্রধান নির্বাচিত হন আইউব আলি মোল্লা।

এছাড়াও এদিন বাসন্তী ব্লকের উত্তর মোকাম বেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ও নতুন বোর্ড গঠন হয়। এই পঞ্চায়েতে মোট আসন ১৩,বিজেপি ৬,বামফ্রন্ট ২,তৃণমুল ৫ টি করে আসনে জয় পায়। বামফ্রন্ট ও বিজেপি এখানে বোর্ড গঠন করেন। প্রধান নির্বাচিত হন বিজেপির নমিতা সরদার এবং উপপ্রধান নির্বাচিত হন বামফ্রন্টের সামসুদ্দিন শেখ।

ধর্ষণের অভিযোগে যুবক গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বছর আটেকের এক শিশুকে ধর্ষণ করে খুনের চেষ্টার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করলো বাসন্তী থানার পুলিশ। অভিযুক্তের নাম সহিদুল শেখ। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে ক্যানিং মাতলা ব্রিজ সংলগ্ন ডকঘাট এলাকায়।

উল্লেখ্য, গত ১৩ আগস্ট সোমবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার ভাঙনখালি এলাকায় খাবার দেওয়ার নাম করে তৃতীয় শ্রেণীর বছর আটের এক ছাত্রীকে একটি ফাঁকা পরিত্যক্ত ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে সহিদুল। ধর্ষণের পর যাতে সে কাউকে কিছু না বলে সেই কারণে মারধরও করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় ওই শিশুটি জ্ঞান হারালে মৃত ভেবে তাকে ওই পরিত্যক্ত ঘরের মধ্যে খড় চাপা দিয়ে চলে যায় অভিযুক্ত সহিদুল শেখ। বেশ কিছুক্ষণ পর ওই শিশুটির জ্ঞান ফিরলে তার গোঙানির আওয়াজ শুনেই আশপাশের মানুষজন এসে গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে বাসন্তী ব্লক প্রাথমিক হাসপাতাল ও পরে আশাঙ্কাজনক হওয়ায় সেখান থেকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করে এবং অভিযুক্ত ওই যুবকের খোঁজেও তল্লাশি চালায় পুলিশ।

ইতিমধ্যে অভিযুক্ত সহিদুল শেখ ঘটনার পর এলাকা থেকে পালিয়ে গিয়ে পাগলের রূপ ধারণ করে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে ভিখারির ছদ্মবেশে ঘুরতে থাকে। এমনই গোপন তথ্য বাসন্তী থানার শিমুলতলা পুলিশ ফাঁড়িতে পৌঁছালে নড়েচড়ে বসে ফাঁড়ির পুলিশ। এরপর এসআই সমরেশ ঘোষের নেতৃত্বে ছদ্মবেশে শিমুলতলা ফাঁড়ির পুলিশ অভিযুক্ত সহিদুল শেখের খোঁজে বিভিন্ন স্টেশনে তল্লাশি চালায়।অবশেষে মঙ্গলবার রাতে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ক্যানিং মাতলা ব্রিজ সংলগ্ন ডকঘাট এলাকা থেকে পাগলের ছদ্মবেশে ভিখারী সেজে থাকা ধর্ষণ কেসে অভিযুক্ত সহিদুল শেখকে গ্রেফতার করে বাসন্তী থানার শিমূলতলা ফাঁড়ির পুলিশ। অভিযুক্ত পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পরই আট বছরের শিশু কে ধর্ষণ করে খুন করার চেষ্টা করেছিল বলে স্বীকার করেছে।

অভিযুক্ত আসামী গ্রেফতার হওয়ায় পুলিশের কাজে খুশি ওই নাবালিকার পরিবার। সেই সাথে ওই নাবালিকার পরিবারের দাবি প্রশাসন যাতে ওই জঘন্য কাজের জন অভিযুক্তকে কঠিন শাস্তি প্রদান করেন তাহলে এমন ধরনের জঘন্য ঘটনা কমবে।

হোঁচট খাচ্ছেন লোকনাথ ভক্তরা

প্রথম পাতার পর

এই রাস্তা দিয়েই হাসনাবাদ, বসিরহাট ও বাদুড়িয়া রুটের গাড়ি চলে। বৃষ্টি জলেই রাস্তার যত্রতত্র জলাশয়ের আকার নেয়। আর রাস্তা শুকনো থাকলে ধুলো ঝড়ে নাজেহাল রাস্তার পাশ্ববর্তী বাড়িগুলির বাসিন্দার। স্থানীয় বাসিন্দা যুধিষ্ঠির দাস, করিম মণ্ডল, মিতা পাড়ুইরা জানান, এমনইতে প্রায়শঃই বিভিন্ন দুর্ঘটনা লেগেই আছে। এর মধ্যে বাঁকে জল নিয়ে যাওয়া পায়ে হাঁটা পুণ্যার্থীদের যে কি অবস্থা হবে তা ভাবলে গা শিউরে ওঠে। এ প্রসঙ্গে কিছুটা আশার কথা শোনালেন, বারাসত লোকনাথ সেবাশ্রম সংঘের সম্পাদক তথা চাকলা মন্দির ট্রাস্টের অন্যতম সদস্য ও ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ ডিভোটির সম্পাদক নব দাস। তিনি বলেন, ‘এবারে প্রায় পাঁচ লক্ষ ভক্তের সমাগম হবে।’ রাস্তার অবস্থা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘রাস্তাঘাট ভাল ছিল না। তবে জন্মাষ্টমীকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জরুরিকালীন তৎপরতায় মেরামতির কাজ হচ্ছে। বর্ষা হচ্ছে, তার মধ্যে দিয়েও দিনরাত কাজ করে রাস্তা ভাল করার চেষ্টা চলছে।’ নিরাপত্তা প্রসঙ্গে নব দাস বলেন, ‘আমরা এবারে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভাল সাড়া পেয়েছি। এমনইতে আমাদের ভ্রাম্যমান স্বেচ্ছা সেবক তো থাকছেই। এছাড়া টাকি রোড এবং বছর রোড, এই দুটি রাস্তায় ১২ খানা করে পুলিশের পেট্রোলিং গাড়ি থাকছে। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই মর্মে জানানো হয়েছে।’ সংশ্লিষ্ট থানাগুলির তরফে পেট্রোলিং ব্যবস্থা ছাড়াও প্রচুর পুলিশি ব্যবস্থা থাকছে বলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নর্থ) অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন। এদিকে জিআরপির শিয়ালদহ এসআরপি’র নির্দেশে হাসনাবাদ শাখা ও বনগাঁ শাখায় প্রচুর নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানালেন, বারাসত জিআরপি ওসি বিদ্যুৎ সাঁফুই। তিনি বলেন ‘এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রুটের ছিনতাইকারী পকেটমার সহ বিভিন্ন সমাজবিরোধী ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য প্রতিটি ট্রেনে থাকছে ভ্রাম্যমাণ পুলিশি ব্যবস্থা সহ পিসি পার্টি ও প্রচুর সিভিক ভলান্টিয়ারর্স।

মোমো এখন জিভে নয় চোখে আনছে জল

প্রথম পাতার পর

ওয়াটস অ্যাপ আন ইনস্টল করা মাত্রই অন্য বন্ধুর সাদা সবুজ পর্দায় উঁকি দিল মোমো। জেলার অন্যপ্রান্তে মোমোর মেসেজ পেল মগরাহাট থানার আমড়াতলার বাসিন্দা বছর পঁচিশের যুবক প্রবীর মণ্ডল। তাকে ছাদ থেকে ঝাঁপ দেওয়ার প্রস্তাব পাঠায়, তা না হলে তার সমস্ত অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে নেওয়ার হুমকি দেয়।

অপরদিকে ডায়মন্ড হারবারের নারাণপুরে একাদশ শ্রেণীর ছাত্র শুভ্রদীপ টিকাদারের ফোনে মোমোর এসএমএস আসে। এমনকি তার বাব মা কে প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে গেমটি খেলানোর চেষ্টা করে। উত্তরে শুভ্রদীপ বলে ’আপনি আমাকে মারুন আমার পরিবারকে কেন মারবেন’।

এর উত্তরে মোমো জানায়, তুমি আমার প্রিয় বন্ধু। তাই তোমায় মারব না। ডায়মন্ড হারবার থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে শুভ্রদীপ। সাইবার ক্রাইম নিয়ন্ত্রণ দপ্তর বলছে এটা ’ব্লু হোয়েলের’ মতো একটা মরণ গেম। যার ফাঁদে পা দিলে মৃত্যু হাতছানি দেবে। লিংক ওপেন করলেই হ্যাক হয়ে যাবে আপনার ফোন। তাই মোমো হতে এখন সাবধান।

নবজাতকের কাছে নব প্রভাতের দিশারী

বর্তমানের শৈশবই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ স্রষ্টা। তাই নবজাতকদের কাছে প্রকৃত শিক্ষা, শিক্ষা আনে চেতনা। চেতনা আনে সমাজ সংস্কারের পথ। তাই প্রত্যেক অভিভাবকদের মধ্যেই চাই সচেতনতা। কারণ প্রকৃত স্কুলের আঙিনায় গড়ে ওঠে শিশুর মনের বিকাশ। লক্ষ্য একটাই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। বর্তমানের পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে আলোকিত হতে কে না চায়। যাদের আছে উন্মুক্ত পরিবেশ, আছে খেলার মাঠ, আছে অডিটোরিয়াম, আছে ই–ক্লাস রুম, ই–লাইব্রেরি এবং মডার্ন ল্যাব।

অঙ্ক, জীবন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, কম্পিউটর, সঙ্গে বিএড এবং টিচার ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা, আছে সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবস্থা। আছে সব ক্লাসরুমে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। কিন্তু দক্ষিণ শহরতলির গোবর ঝুড়ি মেন রোডের পাশেই রয়েছে একমাত্র এমন একটি স্কুল যেখানে রয়েছে শিক্ষার উন্মুক্ত পরিবেশ। বিবিআইটি পাবলিক স্কুলে যে সব বাচ্চারা পড়াশোনা ঠিকমতো বুঝতে পারে না, তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা।

প্রত্যেক বছর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, পাশাপাশি অভিভাবক, অভিভাবিকাদের নিয়েও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করা হয়। অধিকাংশ স্কুলের গাড়ি বাচ্চাদের মেন রোডের ধারেই নামিয়ে দিয়ে চলে যেতে হয়। কিন্তু বিবিআইটি পাবলিক স্কুলের গাড়ি ছাত্র–ছাত্রীদের নিয়ে ক্যাম্পাসের মধ্যে ঢুকে যায়। এর ফলে বাচ্চাদের বাবা মায়েরা ভীষণ খুশি ও চিন্তামুক্ত থাকে। এর পাশাপাশি আছে স্কুলের নিজস্ব ক্যান্টিন ও তার সঙ্গে হেলথ চেক আপের ব্যবস্থা। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর স্কুল বলতে যা বোঝায় তার সমস্ত কিছুই পাওয়া যাবে এই বিবিআইটি পাবলিক স্কুলে।

এবছর থেকে আর্টস, কমার্স, সায়েন্স বিভাগ শুরু হয়ে গিয়েছে একমাত্র এই স্কুলটিকেই সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর স্কুল আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই স্কুলের পরিচালন কমিটি শুধু এইসব ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি। এই সব বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা মাথায় রেখে সিবিএসসি বোর্ড অনুমোদিত স্কুল থেকে বি বি আই টি কলেজে B. Tech, Diploma ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন। এই সব বাচ্চারা যখন ভবিষ্যতে বড় হয়ে এই সব কোর্স পড়বে তখন তারা একটি বিশেষ ছাড় পাবে। তাই সমস্ত দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে যে দক্ষিণ শহরতলির একমাত্র এই বিবিআইটি পাবলিক স্কুল হল নবজাতকের কাছে নব প্রভাতের দিশারী। Advt.

BBIT Public School

(Nursery to Class XII, Affilated English Medium CBSE)
(Started in April, 2014)
Addmission for **2019-20** session from Nursery to Class XI
Commences from September, **2018**
Enquiry : E-mail : school@bbit.edu.in

Mob : **8420116666/842013333/9831168582**
Budge Budge, Kolkata-**700 137**

নিকাশির কাজের চুক্তি বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহানগরের একপ্রান্তে বর্ষার বৃষ্টি হচ্ছে রাস্তায় জল দাঁড়াচ্ছে, হুগলি নদীতে ভাটা আসছে, নদীতে রাস্তার জল চলে যাচ্ছে। আর কলকাতার আরেক প্রান্তের নগরবাসীর চলতি বর্ষাতেও দুর্ভোগ কাটবে না। কারণ এটা কলকাতা পুরসংস্থার সংযুক্ত এলাকা। অতএব এদের দুর্ভোগ সহ্য করার ক্ষমতা আছে। ‘মেসার্স তাঁতিয়া কনস্ট্রাকশন লিমিটেড’ নামক যে বেসরকারি সংস্থা ওই সব এলাকায় সুয়্যারেজ অ্যান্ড ড্রেনেজ পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ করছিল তাদের সঙ্গে কলকাতা পুর প্রশাসনের সমস্ত চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। বারংবার বলা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারায় ওই তাঁতিয়া সংস্থার সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে নতুন দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে নতুন কনট্রাক্টর দিয়ে বাকি কাজ করানো সিদ্ধান্ত পুরসংস্থা নিয়েছে। এবং ওই তাঁতিয়া সংস্থাকে আগামী তিন বছর পুরসংস্থার সমস্ত রকম টেন্ডার প্রক্রিয়া থেকে দূর করা হয়েছে।

পুর সূত্রে খবর বেহালার ওয়ার্ড নম্বর ১২৫ ও ১২৬, ‘রানিয়া বক্স ক্যাচমেন্ট’ (১১১, ১১২ ও ১১৩ নম্বর ওয়ার্ডে আংশিক), এবং ‘বিবেকানন্দ রোড ক্যাচমেন্ট’ (১১৩ এবং ১১৪ নম্বর ওয়ার্ডের আংশিক)–এ ‘কলকাতা এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্রুভমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামে’র (কেইআইআইপি) অধীনে নিকাশি পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ হচ্ছে। পুর কর্তাদের একাংশ জানাচ্ছেন, তাঁতিয়া নামক ওই টালবাহানা করছিল। বৈঠক, চিঠি লেনদেন করেও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। সেজন্যই গত ৮ আগস্ট পুর কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেন, ‘মেসার্স তাঁতিয়া কনস্ট্রাকশনস লিমিটেড’ নামক সংস্থাটির সঙ্গে কলকাতা পুরসংস্থার সমস্ত ‘চুক্তির অবসান’ করা হল। এক কর্তা বলেন, ওই প্রকল্পের কাজ এখনও অনেকটাই বাকি। পুরকর্তাদের একাংশ স্বীকার করেছেন, এর জেরে চলতি বর্ষায় এই এলাকায় দুর্ভোগ অব্যাহত থাকবে। পুর নিকাশি দফতরের মেয়র পারিষদ তারক সিংহ বলেন, তাঁতিয়া কোম্পানি যেখানে যেখানে কাজ করছিল সেখানে পুরসংস্থা থেকে জায়গা নির্দিষ্ট করে পাম্প বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যাতে পুরবাসীর খুব অসুবিধা না হয়। আবার, একেবারে অসুবিধা হবে না, সেটাও বলবো না। কিছু অসুবিধা পুরবাসীকে একটু পোয়াতে হবে। মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, কেইআইআইপি–র প্রথম পর্যায়ে অনেক কয়টি কোম্পানি কাজ করছিল। কিন্তু ‘প্রপারলি’ এই তাঁতিয়া কোম্পানি সবক’টি কোম্পানির তুলনায় সবচেয়ে ভালো কাজ করেছিল। রত্না রায় মজুমদার অবশ্যই জানান, কারণ ওনার ওয়ার্ডেও এই কোম্পানি কাজ করেছিল। বেহালায় এরা কাজ করেছিল। এই কোম্পানিকে আজ টার্মিনেশনের পর বাকি কাজ কেইআইআইপি’র দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে শেষ করার জন্য কলকাতা পুরসংস্থা দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

জাগরণের ডাক

তাপস রায়, বেহালা : রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে’র সহযোগিতায় ‘বিবেকানন্দ যোগাশ্রম’ প্রতি বছরের মতো এবছরও আয়োজন করে ‘বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুব সম্মেলন’। বেহালার জেমস লঙ সরণীস্থিত অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে পৌরোহিত্যে করেন শ্রীমৎ স্বামী প্রেমনাথানন্দ মহারাজ। প্রধান বক্ত রূপে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক হিমাদ্রী চট্টোপাধ্যায়।

জীবনতলায় পালিত বিশ্বশ্রী–কন্যাশ্রী দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধের প্রকল্প কন্যাশ্রী আজ বিশ্বে সমাদৃত। সারা বিশ্বে সমাদৃত সেই আন্তর্জাতিক কন্যাশ্রী দিবস পালিত হল জীবনতলা এলাকায়। এদিন সকালে এলাকার বিধায়ক সওকত মোল্লার নেতৃত্বে জীবনতলা থানা এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রীদেরকে নিয়ে এক পদযাত্রা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পদযাত্রা পরিক্রমার পর জীবনতলা ব্লকের অডিটোরিয়াম হলে একটি অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় আমি কন্যাশ্রী উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়েই। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জীবনতলা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সোয়েব শেখ, জীবনতলা বিডিও দেবব্রত পাল, জয়েন্ট বিডিও ভাস্কর ভট্টাচার্য সহ বিশিষ্টরা। অনুষ্ঠানের পাশাপাশি কন্যাশ্রী প্রকল্প নিয়ে এক বিশেষ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিধায়ক সওকত মোল্লা বলেন, কন্যাশ্রীর সাফল্যে আজ মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে, কমেছে পাচার, নাবালিকা বিয়ের সংখ্যাও। কন্যাশ্রী ক্লাব তৈরি হয়েছে সেই ক্লাবের মাধ্যমে তাদের এবং সমাজের উন্নয়নের বাতাবরণ তৈরি হবে।

গত তিন দিন আগে শুরু হওয়া কন্যাশ্রী প্রতিযোগিতায় কন্যাশ্রী প্রকল্পে জীবনতলা ব্লকে অন্যান্য বিদ্যালয়কে পিছনে ফেলে সেরার সেরা পুরস্কার পায় কালিকাতলা মিলন বিদ্যাপীঠ (উঃমাঃ)।

কালীকাতলা মিলন বিদ্যাপীঠের বাংলা বিভাগের শিক্ষিকা শুভ্রা সেন বলেন, কন্যাশ্রী প্রকল্পের উপর আমরা প্রথম স্বীকৃতি পেয়ে আনন্দিত।

অন্যদিকে ওই স্কুলেরই অপর এক শিক্ষক নিশীথ বরণ নস্কর বলেন আমরা আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রীদেরকে নিয়ে কন্যাশ্রী প্রকল্পের অনুষ্ঠানের জন্য যে ভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম তাতে করে কন্যাশ্রী প্রকল্পে জীবনতলা ব্লকে সেরা হওয়ায় আমরা গর্বিত।

এদিন সুভাষ চন্দ্র দাশের লেখা কন্যাশ্রী কবিতাটি অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। কবিতাটি পাঠ করেন কালীকাতলা মিলন বিদ্যাপীঠের ছাত্রী নার্গিস মল্লিক। অনুষ্ঠান শেষে কন্যাশ্রী প্রকল্পের উপর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সমস্ত ছাত্রীদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেওয়া হয়।

মহানগরে

পুর কাজে দ্বিচারিতা বামেদের স্মারকলিপি জমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘদিন বাদে গত ২৮ আগস্ট পুরসংস্থার বিরোধী বাম পুরপ্রতিনিধিদের অভাব-অভিযোগ, দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনায় মহানাগরিক প্রায় ৪৫ মিনিট সময় দিলেন। মহানাগরিকের কাছে পুর বাম পুরপ্রতিনিধিদের ডেপুটেশনের পর পুর বামফ্রন্ট নেত্রী তথা ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বরিষ্ঠ পুর প্রতিনিধি রত্না রায় মজুমদার জানান, মহানাগরিক আমাদের দাবিপত্র খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। বিপরীতে মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেন, ওঁদের বক্তব্য শুনেছি। পুরসংস্থার নিজস্ব যে নিয়ম আছে সে নিয়মেই সমস্ত কর্মপ্রক্রিয়া জারি রয়েছে। মহানাগরিকের কাছে

বামেদের জমা করা স্মারকলিপিতে ছিল, বিভিন্ন বিষয় নীতিগত প্রশ্নসহ এলাকা উন্নয়ন বিষয়ে বিশদ বিবরণ, জল সরবরাহ, প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (পিএমইউ), বিল্ডিং সড়ক, বস্তি, নিকাশি, জঞ্জাল অপসারণ এই সাতটি গুরুত্বপূর্ণ পুর দফতর বিষয়ে বিভিন্ন দাবি দাওয়া। ১২৭ ও ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের শকুন্তলা পার্কের বুস্টার পাম্পিং স্টেশনে কাজ সম্পূর্ণ করা। ৯১ নম্বর ওয়ার্ডে বুস্টার পাম্প তৈরি হওয়ার 'ডিপিআর' কতদূর এগিয়েছে।

উল্লেখ্য, তাদের দাবি বাম পুর প্রতিনিধির ওয়ার্ডগুলিতে কাজের দ্বিচারিতা করা হচ্ছে এই নিয়ে সরব হন তারা।

পুর-বাজারে ঘোষণা হবে জিনিসের সঠিক দাম

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পুরসংস্থার ১১৯ নম্বর ওয়ার্ডের ৩৭বি, রজনী মুখার্জী রোডে (কলকাতা-৩৮) 'ভোলানাথ মুখার্জি ও ড. দেবপ্রিয় বোস পুর বাজারে'র ২৫ অগস্ট নব প্রতিষ্ঠিত ঘোষণা স্পিকারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন পুর বাজার দফতরের মেয়র পারিষদ জনাব আমিরুদ্দিন। উপস্থিত ছিলেন এই বাজারের

রূপকার ও পুর নিকাশি দফতরের মেয়র পারিষদ তথা স্থানীয় পুর প্রতিনিধি তারক সিংহ। এই ঘোষণা যন্ত্রে বাজারে বিভিন্ন জিনিসপত্রের দাম কত তা বলার সঙ্গে ডেঙ্গু মুক্ত কলকাতা গড়ার প্রচার সহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ, জঞ্জালমুক্ত কলকাতাসহ একাধিক বিষয়ে এই বাজারে আগত পুরবাসীকে সচেতন করতে এক নতুন মিউজিক সিস্টেম বসলো। এক বাজার কর্তার বক্তব্য, নতুন এই উপস্থাপনায় যেমন গান চালানো হবে, তেমনই বিভিন্ন সচেতনতামূলক বিষয়ে ঘোষণাও বাজাতে থাকবে।

অক্টোবরেই শেষ হবে বগিবিল সেতু নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রেল প্রতিমন্ত্রী রাজেন গোঁহাই বুধবার (২৯ আগস্ট) অসমের মালিগাঁওতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের কাজকর্ম পর্যালোচনা করেছেন। বৈঠকে রেলের জেনারেল ম্যানেজার সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে রেল প্রতিমন্ত্রীকে জানানো হয় যে, বগিবিল সেতু নির্মাণের যাবতীয় কাজ আগামী ৩১ অক্টোবরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। এই রেলের বিভিন্ন কাজকর্ম সম্পর্কে রেল প্রতিমন্ত্রী খোঁজখবর নেন এবং যাত্রী স্বাচ্ছন্দের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে তিনি আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। বৈঠকে প্রহরীবিহীন লেভেল ক্রসিং এবং যাত্রী নিরাপত্তা নিয়েও

আলোচনা হয়।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের বিভিন্ন মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়ানুবর্তিতা সম্পর্কে মন্ত্রীকে অবহিত করা হয়। জানানো হয়, এবছরের গোড়ায় ট্রেন চলাচলের নিয়মানুবর্তিতা হার ৫৮.৫৩ শতাংশ থেকে বেড়ে আগস্ট মাসে ৮৩.৪১ শতাংশ হয়েছে। ট্রেন চলাচলে নিয়মানুবর্তিতার হার আরও বাড়িয়ে পক্ষে ৯০ শতাংশ করার জন্য মন্ত্রী জোর দেন। এই রেলের ৬৭৪টি স্টেশনের মধ্যে ৪২০টি স্টেশন ইতিমধ্যেই পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচির আওতায় এসেছে। বাকি স্টেশনগুলিও খুব শীঘ্রই এই কর্মসূচির আওতায় এসে যাবে বলে গোঁহাইকে জানানো হয়।

কেরালার ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে এরাজ্যের বহু সংস্থা সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। এই তালিকায় যুক্ত হল উত্তর কলকাতার এক সমাজসেবী সংস্থা উদয়ের পথে। সংস্থার পক্ষ থেকে কেরালার বিধ্বংসী বন্যার জন্য ত্রাণ সংগ্রহতে পথে নেমেছিল সংগঠনের কর্তাব্যক্তিরা। শ্যামবাজার পাঁচমাথা মোড় থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাস্তায় ত্রাণ সামগ্রী এবং সাহায্যার্থের টাকা তোলেন তারা। এই মহতি অনুষ্ঠানে এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন বাংলার প্রখ্যাত ক্রিকেটার উৎপল চ্যাটার্জি সহ সিএবির কোষাধ্যক্ষ বিশ্বরূপ দে। সাহায্যের অর্থ ও সামগ্রী তুলে দেওয়া হবে কেরল সরকারের হাতে। নিজস্ব চিত্র

দৃষ্টিহীন ভাইবোনদের সাথে শারদীয়া'র রাখিবন্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৫ আগস্ট কলকাতার 'দ্য লাইট হাউস ফর দ্য ব্লাইন্ড' স্কুলের দৃষ্টিহীন ভাইবোনদের সাথে রাখিবন্ধন উৎসব পালন করল 'শারদীয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট'। এই রঙিন উৎসব থেকে যারা সবসময় ব্রাত্য, সেই দৃষ্টিহীন ভাইদের হাতে রাখি বেঁধে দিল দৃষ্টিহীন বোনেরা সহ 'শারদীয়া'-র সদস্যরাও। বঞ্চিত হননি 'শারদীয়া'-র সদস্যরাও, তাদের হাতেও রাখি বেঁধে দিল এই স্কুলের দৃষ্টিহীন বোনেরা। এদিন 'লাইট হাউজ ফর দ্য ব্লাইন্ড' স্কুলের প্রায় শতাধিক দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রী এবং 'শারদীয়া'-র প্রায় ১০০ জন সদস্য মাতলেন এই পবিত্র রাখি বন্ধন উৎসবে।

এখানেই শেষ নয়, এরপর 'শারদীয়া' পৌঁছে যায় তাদের 'প্রাণের বান্ধব' অর্থাৎ রাসবিহারীর দেশপ্রাণ শাসমল পার্কের সামনের ফুটপাতে বসবাসকারী খুদেদের কাছে। এই খুদের দলের সাথে 'শারদীয়া'র সদস্যরা একে অপরের হাতে রাখির পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

শারদীয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে জয়ন্ত মণ্ডল জানান, দিনান্তে এই শিশুদের হাস্যমুখর মুখগুলোই তাদের পথ চলবার পাথেয়। তার সঙ্গে তিনি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে শারদীয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান।

আড়িয়াদহ ঘোষালপাড়া অধিবাসীবৃন্দের উদ্যোগে রাখিবন্ধন উৎসবে রাখি পরাচ্ছেন অভিনেত্রী অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়।

জেলার খবর

পঞ্চায়েত গঠন বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের উত্তর মোকামবেড়িয়ায় গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন করলো বিজেপি,সিপিএম,আরএসপি যৌথভাবে। এদিন সকালে পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনে প্রধান পদে ভোটাভুটিতে বিজেপি প্রার্থী নমিতা সরদারের পক্ষে ৮ নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তৃণমূলের প্রার্থী ঝুমা নস্করের ৬ জন প্রতিনিধি সমর্থন করেন। কার্যত বিজেপি প্রার্থী নমিতা সরদার প্রধান পদে জয়ী হন। তবে এই পঞ্চায়েতে প্রধান পদটি মহিলা সংরক্ষিত। উপ-প্রধানপদে ভোটাভুটিতে আরএসপি প্রার্থী সামসুদ্দিন শেখ জয় লাভ করেন তৃণমূলের প্রার্থী হর্ষ মন্ডলকে ৮-৬ ব্যবধানে।

বাসন্তী ব্লকের উত্তর মোকামবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড আরএসপি,সিপিএমের সমর্থনে বিজেপি প্রধান নমিতা সরদার এবং বিজেপি সমর্থনে আরএসপি উপপ্রধান নির্বাচিত হন সামসুদ্দিন শেখ।

উত্তর মোকামবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আসন সংখ্যা ১৪। এর মধ্যে বিজেপি ৬, তৃণমূলের ৫,আরএসপি ১,সিপিএম ১টি প্রার্থী জয়ী হয় গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে। এদিন তাপস বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিডিও প্রতিনিধি দলের নিয়ম মেনে ভোটাভুটি হয় কড়া নিরাপত্তা বলয়ে। বাসন্তী মণ্ডলের বিজেপি সভাপতি দীপঙ্কর নস্কর বলেন, বেশ কিছু আগে আরএসপি এবং সিপিএম থেকে বহু কর্মী সমর্থকরা বিজেপি তে যোগদান করে।ফলে তাদের নেতৃত্বে আরএসপি এবং সিপিএমের জয়ী প্রার্থীরা বিজেপি কে সমর্থন করে বোর্ড গঠনে। পাশাপাশি এলাকার উন্নয়নের স্বার্থেও সমর্থন করে। এলাকার মানুষজনকে সঙ্গে নিয়ে এই পঞ্চায়েতে এলাকায় সার্বিক উন্নয়নমূলক কাজ করবে এই নব নির্বাচিত বোর্ড এমনটাই জানা গেছে।

পায়ে হেঁটে তারাপীঠ হয়ে দেহঘরের বৈদ্যনাথ ধাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভক্তিই শক্তির উৎস। এই চিরন্তন সত্যকে সঙ্গী করে বাগুইহাটির ব্যবসায়ীবৃন্দ ৩১ আগস্ট দক্ষিণেশ্বর থেকে বাঁকে করে জল নিয়ে পদব্রজে যাত্রা শুরু করলেন তারাপীঠের উদ্দেশ্যে। প্রতিবছরই এই অভিযান সামিল হন এই ব্যবসায়ী ভক্তরা। এবারের পরিক্রমায় যুক্ত করেছেন দেওঘরের বৈদ্যনাথ ধামকে। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর তারাপীঠ থেকে জল নিয়ে দ্বিতীয় দফায় পায়ে হেঁটে যাবেন বাবাধামে। মা-বাবার তীর্থ ছুঁয়ে ফিরে আসবেন কলকাতায়। পদযাত্রায় অংশ নিচ্ছেন গৌতম মণ্ডল, দিব্যেন্দু মজুমদার, সঞ্জীব অধিকারি, জীবন বালা, বিশ্বজিৎ বারুই, গৌর বালা, ধীরেন মণ্ডল ও উদ্যোক্তা বৈদ্যনাথ কুণ্ডু, মিথিলেশ সাউ এবং জীতেন মাইতি। ভক্তবৃন্দকে শুভ কামনা জানায় আলিপুর বার্তা পরিবার।

ছবি : দক্ষিণেশ্বরের পথে ভক্তবৃন্দ

নোদাখালী থানা এলাকায় সকলের আস্থা অর্জন করেছে

মেডিকেয়ার নার্সিং হোম

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ-২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত ডোঙারিয়া চৌরাস্তায় অবস্থিত মেডিকেয়ার নার্সিংহোম জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের আস্থা অর্জন করেছে। চিকিৎসা ও মানবিকতায় যার কোনো তুলনা নেই। এখানে স্বল্প খরচে অভিজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সকল রোগের চিকিৎসা করেন। ২৪ ঘন্টা নার্সিংহোমে ডাক্তারবাবু, অ্যাম্বুলেন্স এবং অক্সিজেন পরিষেবা দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যসাথী মান্যতা প্রাপ্ত মেডিকেয়ার নার্সিংহোম মানুষের বিশ্বাস ও ভালোবাসা পেয়ে আপ্লুত। প্রতিদিন শুধু নোদাখালী এলাকা থেকে নয়, ফলতা, ডায়মন্ড হারবার, বজবজ, পূজালী, মহেশতলা, বিষ্ণুপুর থেকে অসংখ্য রোগীরা চিকিৎসা পরিষেবা পেতে মেডিকেয়ার নার্সিংহোম আসছেন। স্থানাভাবের জন্য আমরা দুঃখিত। তবে শীঘ্রই ডোঙাড়িয়া এলাকায় আরও বৃহৎ পরিসরে মেডি কেয়ার নার্সিংহোমের নতুন ভবন তৈরী হতে চলেছে। নার্সিংহোমের কর্ণধার ডাঃ মশিহুর রহমান ওরফে সকলের প্রিয় বড়দার ব্যবহার ও মানবিক আচরণ সকলকে মুগ্ধ করে। তিনি জানালেন, ব্যবসা নয় মানুষকে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়াই আমার নার্সিংহোমের মূল মন্ত্র ও আদর্শ। আমাকে আর্শীবাদ ও দোয়া করুন যেন সর্বদা আপনাদের পাশে থাকতে পারি।

সংবাদদাতা

মেডিকেয়ার নার্সিংহোম

প্রোঃ- ডাঃ এম রহমান

ডোঙাড়িয়া, নোদাখালী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

যোগাযোগ

033 2470 0785

980717786

9433717786

জয়ী বিক্ষুব্ধরাও মমতার আদর্শে চলতে চান

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা ঃ রাজ্যের প্রায় সাড়ে তিন হাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে একমাত্র গোসাবা ব্লকের শম্ভুনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি আসনও জিততে পারেনি শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। পঞ্চায়েতের এগারোটি আসনের সবকটি আসনেই তৃণমূল কংগ্রেসকে হারিয়ে জয়লাভ করেন নির্দল প্রার্থীরা। এমনকি এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তিনটি পঞ্চায়েত সমিতির আসনেও জয়লাভ করে নির্দলরা। কিন্তু এই জয়ী নির্দল সদস্যরা সকলেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতি আদর্শকে অনুসরণ করেই আগামী দিন পথ চলতে চান। মঙ্গলবার এই পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হয়ে একথাই জানান নির্দল প্রার্থী বরুণ প্রামানিক।

গোসাবা ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বিধায়ক জয়ন্ত নস্করের সাথে গত বিধানসভা ভোট থেকেই বিবাদ লেগে রয়েছে শম্ভুনগর গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার তৃণমূল নেতা বরুণ প্রামানিকের। সেই কারণে এবারের গ্রাম পঞ্চায়েত ভোটে বরুণ সহ তার অনুগামীদের তৃণমূল কংগ্রেসের একটি টিকিটও দেননি জয়ন্তবাবু। এই ঘটনায় কার্যত অপমানিত হয়ে জয়ন্ত নস্করের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করে তৃণমূলের দলীয়

প্রার্থীদের বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী দিয়ে পঞ্চায়েত ভোটের ময়দানে নেমেছিলেন বরুণ ওরফে চিত্ত প্রামানিক। পঞ্চায়েত ভোটে এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সমস্ত মানুষই বরুণবাবুর উপর আস্থা রেখে নির্দল প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করলেও ভোটের প্রচার থেকে শুরু করে মিটিং মিছিল সর্বত্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতি আদর্শের কথাই তুলে ধরেন চিত্তবাবু। মঙ্গলবার এই পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হয়েও সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শের কথা বলেন এই নির্দল সদস্য। চিত্তবাবুর দাবি, আগামী দিনে পঞ্চায়েত পরিচালনা ও এলাকার উন্নয়নে মা মাটি মানুষের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতি আদর্শকে পাথেয় করেই পথ চলবেন এই সমস্ত নির্দল সদস্যরা। তিনি বলেন, দলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে খুবই কষ্ট হয়েছে। এলাকার মানুষ আমার সাথে রয়েছে। আমি যদি কোনও অন্যায় করে থাকি তাহলে দলগত ভাবে আমায় শাস্তি দিয়ে আমায় কাছে টেনে নেওয়া হোক। আমি তাদের সন্তান এই ভেবে।

ঘর শত্রুর জন্য বিজেপির হাতছাড়া জালাবেড়িয়া পঞ্চায়েত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রায় জায়গায় যখন গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করার রাস্তা পরিষ্কার বিজেপির ঠিক সেই মূহূর্তে লোভ,লালসা থেকে নিজেদেরকে সংযত না রাখতে পেরে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে কয়েকজন বিজেপির টিকিটে জয়ী প্রার্থী তৃণমূল কংগ্রেস কে সমর্থন করে পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করলো দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কুলতলি ব্লকের জালাবেড়িয়া ২ নং গ্রামপঞ্চায়েত। উল্লেখ্য সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ওই পঞ্চায়েতের ১৪ টি আসনের মধ্যে বিজেপি ৩,সিপিএম ৬ এবং টিএমসি ৫ টি করে আসনে জয়লাভ করে। বিজেপি দলীয় সূত্রে জানা দলীয় নির্দেশ উপেক্ষা করে গত বৃহস্পতিবার রাতে বিজেপির টিকিটে জয়ী তিন সদস্য মন্ডল সভাপতি খোকন বনিক,সুমিত্রা সরদার,ও মাধবী মহলদাররা তৃণমূল কংগ্রেস কে সমর্থন করে পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করেন। সুমিত্রা সরদার উপপ্রধান নির্বাচিত হন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব জেলা সভাপতি ত্রিদিব মন্ডল এ বিষয়ে বলেন, ২নং জালাবেড়িয়া বিজেপি মণ্ডল সভাপতি খোকন বণিক ও দীর্ঘ প্রায় ছমাস আগেই বহিষ্কৃত বিজেপি নেতা উত্তম হালদার ও আর অনেকে মিলে মানুষের রায়ে যে সব জয়ী প্রার্থী ছিল তাদের বিক্রি করে টিএমসির হাতে এবং পঞ্চায়েত বোর্ড গঠোনের জন্য অনুমতি দেয়। এবং এটা নিয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব প্রতিবাদও করেন। তিনি আরো বলেন বলেন আমরা দল থেকে অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু আমাদের কোনও কথা শোনেনি ওরা ওদের ইচ্ছায় টিএমসির সাথে মিশে গিয়ে পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করে শুক্রবার। ফলে ওই সব লোভী মানুষের দলে কোন ওজায়গা নেই এবং ওরা কোনও দিন বিজেপি করতে পারবে না। ওদের কে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে। দলের মধ্যে উত্তম হালদারদের মতো বেনোজল পরিষ্কার করে পুরোপুরি ছেঁটে ফেলা হবে।

অন্যদিকে, বিজেপি দলের কুলতলির রতন নস্কর বলেন, এখন সাধারণ মানুষ এদের ঘৃণা করছে এবং দলের জন্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে আর চোখের জল ফেলছে আগামী দিনে কিভাবে মানুষ পদ্ম ফুল ফোটাবে এই নিয়ে একটা বড়ো আশাঙ্কা সবার মনে। কুলতলির বহু দেওয়ালে পদ্ম ফুল মুছে দেওয়ার কাজ চলছে। তিনি আরো বলেন, দল বেইমানি করেনি। করেছে কয়েকজন লোভী স্বার্থান্বেষী মানুষ। আমরা আছি দলের সাথে, আছি কুলতলির সাধারণ মানুষের পাশে। বেইমানদের দলে কোন ঠাঁই নেই আর।

মাঙ্গলিকী

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের প্রয়াণ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা ক্যানিংয়ের ট্যাংরাখালি বঙ্কিম সরদার কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ সুধীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের সপ্তম প্রয়াণ দিবস পালন করলেন ডঃ সুধীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ও তাঁর প্রাক্তন ছাত্র–ছাত্রীরা। রবিবার বিকালে ক্যানিংয়ের সঞ্জয়পল্লীতে আয়োজিত সপ্তম প্রয়াণ দিবসে অধ্যক্ষের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি তাঁর জীবন আদর্শ নিয়ে আলোচনা হয়।

এদিন বিকালে ক্যানিংয়ের সঞ্জয় পল্লিতে আয়োজিত ডঃ সুধীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের সপ্তম প্রয়াণ দিবসে উপস্থিত ছিলেন তাঁরই ছাত্র প্রাক্তন মন্ত্রী সুভাষ নস্কর,বিশিষ্ট শিক্ষক যাদব চন্দ্র বৈদ্য,পতিত পাবন মন্ডল,পিনাকী রঞ্জন সরদার,দেবাশিস বৈরাগী,সুশান্ত পাত্র সহ অধ্যক্ষ ডঃ সুধীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের স্নেহধন্য ছাত্র তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী অমল পণ্ডিত।

নৃত্যনীড়ের উপস্থাপনা চিত্রাঙ্গদা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৮ আগস্ট, ২০১৮, আইসার কলকাতায় মঞ্চস্থ হল নৃত্যনীড়–এর উপস্থাপনা চিত্রাঙ্গদা দি ক্রিয়েশন অফ ডিভাইন। এক ভিন্নরকম, কিন্তু সমৃদ্ধ নৃত্যনাট্য, যা দর্শকের মনে গভীর ভাবে দাগ কেটে যায়। অন্যান্য দলের থেকে এই নৃত্যদল একটু আলাদা কারণ তাদের এই প্রথম উদ্যোগ সকলের কাছে তুলে ধরতে নৃত্যনীড়কে সম্মুখীন হতে হয়েছে নানা ধরনের সামাজিক বাধাবিঘ্নের। নৃত্যনীড় এমন একটি দল যারা নিজেদের এলজিবিটিকিউ হিসাবে শনাক্ত করে। এখনকার এই দ্বিধাবিভক্ত সমাজ, যেখানে সুপ্রিম কোর্ট ৩৭৭ ধারা নিয়ে দ্বিরুক্তি করে চলেছেন, যেখানে আজও একজন সাধারণ মানুষের লিঙ্গ নির্বাচন ও পরিচিতি নিয়ে সমাজ সবসময়ই প্রশ্ন তোলে ও সেই সংক্রান্ত নির্দয় বিচার করে চলে, সেখানে এই প্রতিভাবান শিল্পীরা সমস্ত প্রতিবন্ধক পার করে মঞ্চস্থ করলেন এই অসাধারণ অনুষ্ঠান, যা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি জানানো এক আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।

নৃত্যনাট্যের শুরুতে তমোঘ্ন, নাটকটির পরিচালক, প্রকাশ করলেন তাঁর অনুভূতি ও সামাজিকভাবে ব্যতিক্রমী হওয়ার কারণে তাঁদের দলের সংঘর্ষময় যাত্রার কথা। তাঁর কথাগুলি ছুঁয়ে যায় সকল দর্শককে, অনুপ্রাণিত করে গতানুগতিক ধারার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এক নতুন দৃষ্টিতে এই এলজিবিটিকিউ সমাজকে দেখার জন্য। প্রাণবন্ত এই নাটকের নৃত্য পরিকল্পনা করেছেন তমোঘ্ন ও সন্দীপ্তা। তাঁদের সাথে সাথে সমস্ত কলাকুশলীর নিখুঁত নৃত্যসঞ্চালনা ফুটিয়ে তুলল তাঁদের সকলের মনের কথা– কিভাবে এলজিবিটিকিউ সমাজের সদস্যেরা তাঁদের বর্তমান সামাজিক অবমাননার থেকে উর্ধ্বে উঠে নিজেদের উজ্জ্বল অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

নৃত্যনীড় ও আইসার কলকাতার এই অনন্যসাধারণ ব্যতিক্রমী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শিক্ষা দেয়। এই যে যথার্থ সম্মান ও আন্তরিক ভাবে সকল মানুষকে আপন করে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে প্রকৃত সমাজ সংস্কার করা যাবে। দর্শকের মনে রয়ে যায় এক অপূর্ব আস্বাদ, এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, যা ভবিষ্যতে সকলের সামাজিক উত্তরণের পথের পাথেয় হবে বলে আশা করা যায়।

অমল চট্টোপাধ্যায় স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সৃজনী ভারত পত্রিকা আয়োজিত মহেশতলা মুকুটমণি শ্রদ্ধেয় অমল চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হল সম্প্রতি জয় চণ্ডীপুর কমিউনিটি হলে। প্রয়াত সাহিত্যিককে শ্রদ্ধাঞ্জলী জানানো হয় ফুলের মালা ও সঙ্গীতের মাধ্যমে। নানা স্মৃতিকথায় অমল চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজে তার অবদান নিয়ে পর্যালোচনা করেন বিশিষ্টরা। মহেশতলার ইতিহাস তাঁর অনন্য গ্রন্থ। তিনি দীর্ঘ ১২ বছর ধরে গভীর গবেষণার মধ্যে দিয়ে এই গ্রন্থটির জন্ম দিয়েছিলেন। মহেশতলা সংবাদ পত্রিকার আজীবন সম্পাদক, চট্টাপাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা, মহেশতলা বালিকা বিদ্যালয়ের দীর্ঘ দিনের সম্পাদক এবং নব নির্মিত ভবনের রূপকার হিসাবে তাঁর কীর্তি কর্মকুশলতা নিয়ে আলোচনা হয়। সর্বোপরি তাঁর অবদান অনস্বীকার্য যে তিনি মহেশতলা প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য মহেশতলা সংবাদ কাগজের বিক্রির অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন। এবং প্রায় ৬০ হাজার টাকা তিনি এই বিদ্যালয়ে দান করে যান। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভাইস কাউন্সিলার গৌতম দাশগুপ্ত, কবি বিমল পণ্ডিত, একদিন কাগজের সাংবাদিক বিপ্লব দাস, মহেশতলা বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় জাতীয় ক্রীড়া শক্তি সংঘ সম্পাদক অনিল কয়াল, রণজিৎ বেরা সহ পরিবারের পরিজনরা। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক বিমলেন্দু বিকাশ সরকার, সভা পরিচালনা করেন সৃজনি ভারত পত্রিকার সম্পাদক অভিজিৎ বেরা। সুষ্ঠ সঞ্চালনা করেন অলোক প্রামাণিক।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি শ্রী সত্যানন্দ দেবায়তন যাদবপুরে তাদের আশ্রমে আয়োজন করেন এক শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানের। শিল্পী শুভজিৎ পাল পরিবেশন করলেন স্বামী সত্যানন্দ ঠাকুরের রচনা বাংলা ভৈরবী। মুগ্ধ হয়ে দর্শকরা শুনলেন 'হৃদয় বীণা বাজো যদি' এবং প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন শিল্পীকে। শুভজিৎ তালিম নিয়েছেন পণ্ডিত কোশিক ভট্টাচার্যের কাছে। শিল্পী শুরু করেন দ্রুত ত্রিতালের হংসধ্বনি রাগে 'লাগি লগন পতি সখী' দিয়ে। পরে পরিবেশন করেন চারুকেশী রাগে কবীরের ভজন 'মন লাগো মেরে ইয়ার'। শিল্পীকে তবলা, হারমোনিয়াম এবং তানপুরায় সহযোগিতা করেন যথাক্রমে পিন্টু দাস, কৌশিক ভট্টাচার্য এবং সম্বুদ্ধ ঘোষ।

'অগ্নীশ' নাট্যগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান

শ্রেয়সী ঘোষ : তেরো বছরে পা রাখল 'অগ্নীশ' নাট্য গোষ্ঠী। এই উপলক্ষে গত ১৬ আগস্ট বৃহস্পতিবার মিনার্ভা থিয়েটারে সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক অনুষ্ঠান। শুরুতেই সম্মাননীয় অতিথিদের বরণ করা হল। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও চলচিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ, সমাজসেবী সমিত সাহা, আলোক শিল্পী ভানু বিশ্বাস এক সাংবাদিক অপূর্ব দাস। ড. শঙ্কর ঘোষ তাঁর ভাষণে অভিনয় নিয়ে অনেক কথা শোনালেন এবং গেয়ে শোনালেন রবীন্দ্র সঙ্গীত 'আমি কান পেতে রই'। অগ্নীশ নাট্যগোষ্ঠীর মুখপত্র 'নাটকের খাতা' প্রকাশিত হল। এখন এই পত্র পতি মাসেই প্রকাশিত হবে। সংবেদন সামাজিক সংস্থার ছেলে মেয়েরা কবিতা পাঠ করলেন, নৃত্যনাট্য পরিবেশন করলেন 'মহিষাসুর মর্দিনী'। দুটি নাটক অভিনীত হল। প্রথমটি রাধারমণ ঘোষ রচিত 'হইতে সাবধান'। পরিচালক সৌরভ সাহা। দ্বিতীয়টি মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত 'সুন্দর'। পরিচালক শিবাশিস সেনগুপ্ত। দুটি নাটকই উপভোগ্য হয়েছিল। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন মৌমিতা সরকার। এমন সুন্দর বার্ষিক অনুষ্ঠানের জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ পাবেন এই নাট্যগোষ্ঠীর প্রধান শিবাশিস সেনগুপ্ত।

যুক্তিবাদী অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা দেশজুড়ে ৩৯টি জনবিজ্ঞান সংগঠনের মিলিত মঞ্চ 'সারা ভারত জনবিজ্ঞান নেটওয়ার্কে'র ডাকে সোমবার পালিত হল। ২০১৩ সালের ২০ই আগস্ট খুন হয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের সমাজ সংস্কারক ও ভারতের অন্ধ বিশ্বাস কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলনের পথিকৃৎ ডা: নরেন্দ্র দাভোলকার। সাংড়া, সিউড়ি, মহম্মদবাজার, ইলামবাজার, বোলপুর, ময়ূরেশ্বর, রামপুরহাট সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পথসভা, যুক্তিবাদী অনুষ্ঠান এবং আলোচনার মাধ্যমে দিনটি যথাচিত মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হয়।

অ্যাথলেটিক ক্লাবের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ আগস্ট দক্ষিণ শহরতলির সাতগাছিয়া অ্যাথেলেটিক ক্লাব স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠান উপলক্ষে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। সকালে পতাকা উত্তোলন ও বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান করা হয়। সন্ধ্যায় দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্র বিতরণ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর অনুপ্রেরণায় যুব কল্যাণ দফতরের অর্থানুকূল্যে নব নির্মিত ক্লাবের দ্বারোদ্ঘাটন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীমন্ত বৈদ্য। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন নোদাখালি থানার আইসি মৈনাক ব্যানার্জী, বুচান ব্যানার্জী, শেখ বাপী, মলয় সাঁতরা প্রমুখ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সহযোগিতায় পুতুল নাচের ব্যবস্থা ছিল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক কুনাল মালিক।

স্টারের নটিবিনোদিনীতে ফটোগ্রাফি কার্নিভাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত হাতিবাগানের স্টার থিয়েটারে নটি বিনোদিনী মেমোরিয়াল আর্ট গ্যালারিতে অভিবন্দনা আয়োজিত পোর্ট্রেট, ভ্রমণ, রাস্তা এবং পাখির আলোকচিত্রের প্রদর্শনীতে নবীন ও প্রবীণ ৪৪ জনের ১২২টি আলোকচিত্র নিয়ে এক প্রদর্শনী হয়ে গেল। ২৬ আগস্ট এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত লেখক ধীমান দাশগুপ্ত, প্রখ্যাত আলোকচিত্রকর অতনু পাল ও সৌমিত্র দত্ত, প্রখ্যাত পর্বতারোহী দেবাশিস বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দফতরে অতিরিক্ত ডিরেক্টর মধুমিতা মুখার্জি এবং মেট্রো রেলের ডিজি প্রত্যুষ ঘোষ। প্রত্যেকদিনই ছিল গান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তার মধ্যে ২৮ আগস্ট প্রখ্যাত পর্বতারোহী দেবাশিস বিশ্বাসের পর্বত আরোহনের গল্প এবং তথ্যচিত্রে এভারেস্টের শৃঙ্গ দেখার মজাই ছিল আলাদা। বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে বেরিয়ে এলো দেবাশিস বাবুর বিভিন্ন শৃঙ্গ ছোঁয়ার ভয়ংকর এবং রোমাঞ্চকর গল্প।

এসবের মধ্যেও সকলের স্বাভাবিক আলোকচিত্র মন কেড়েছে দর্শকের। উল্লেখযোগ্য, অরিন্দম পাল চৌধুরী, দীপঙ্কর বৈরাগী, দেবাশিস সেনগুপ্ত, ড. দেবদূতা মুখার্জি, ড. শম্পা দত্তগুপ্ত, ড. সুদীপ্ত চক্রবর্তী, জগদীশ বাড়ুই, জিৎ অধিকারী, রাণা মুখার্জি, শুভ্রাংশু চ্যাটার্জি, ঋষাগ্নি সরকার, রিমা হাজরা, সর্বরূপ সরকার, সন্দীপন মুখার্জি, শিবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, তাপস রায় এবং তরুণ কুমার ব্যানার্জির পাখির আলোকচিত্র নজর কেড়েছে। এছাড়াও ডা. প্রলয় মণ্ডল, অংশুমান চক্রবর্তী, অদৃজা বাসু, দেবাশিস পাল, ড. মধুমিতা মুখার্জি, ড. অনুপম সেনচৌধুরী, রঞ্জন পট্টনায়ক, রঞ্জিনী চক্রবর্তী, সন্দীপ সর্দার, শুভ সাহার আলোকচিত্রগুলিও মন কাড়ে। মৌমিতা পণ্ডিতের কলকাতার রাস্তার ছোট্ট চিত্রপটের আলোকচিত্র সত্যিই চোখে পড়ার মতো। রিমলি মুখার্জির ছোট্ট খুদে মডেলের ছবিও জ্বল জ্বল করছিল গ্যালারির দেওয়ালে। সর্বপরি, অভিবন্দনা তার পূর্বতন প্রদর্শনীর মতনই এ প্রদর্শনীও বলা যায় একই সরল রেখায় সজ্জিত।

'ত্রিকালে'র অসমাপ্ত আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসর শুরু হল নির্ধারিত সময়ের বেশ কিছুটা পরে। রাত্রি ৮টায় আসর শেষ করতেই হবে। অথচ সন্ধ্যা ৭টাতেও কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পীদের আসরে আগমন গণতে লাগলো। এ যেন এক 'অনুষ্ঠান গৃহ'–'রাত্রি আটটার মধ্যে এলেই হবে।' ফলে যা হবার তাই হল– এদিন আসরে অনেকেই অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেলেন না। আসর শেষ হবার পর অনেকেই উচ্চৈঃস্বরে ক্ষোভ প্রকাশও করলেন।

আরও আছে। শ্রোতাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ একাধিক কবিতা বলার জন্যে, আরও একটা গান শোনবার জন্যে সঞ্চালক পীযূষ কান্তি সেনগুপ্ত–র উপর চাপ দিতে থাকেন। এমনকি উদ্যোক্তাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ সঞ্চালকের উপর চাপ ('আদেশ') সৃষ্টি করেন– বেচারা সঞ্চালক।... 'ত্রিকাল' সাহিত্য পত্রিকার সাহিত্য বাসরের এক বিশ্লেষত্ব হল উদ্বোধনী সঙ্গীতের পরেই কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র কথা শোনাবেন, বরিষ্ঠ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি (প্রাক্তন বিদ্যালয় শিক্ষক) জ্যোতি বল্লভ সাহা। তাঁরে সব ভাষণই থাকে উঁচু মানের। তবুও সাহিত্য বাসররে কেন এ ব্যবস্থা উদ্যোক্তাদের তরফে রাখা হয়েছে তা বোঝা মুশকিল। তবুও উপরোক্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যেই এদিন যাঁদের কবিতা, গল্প পাঠ, আবৃত্তি, ভাষণ এই প্রতিবেদকের ভালো লাগলো তারা হলেন বিউটি পাল, পূরবী গুপ্ত, অমিত গঙ্গোপাধ্যায়, জয়ন্তী মুখার্জি প্রমুখ। যাঁদের গান ভালো লাগলো তাঁরা হলেন তনুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্পনা সেনগুপ্ত, ধ্রুব বসু, বাসুদেব দাস, দেবাশিস রায়, সন্দীপ দাস প্রমুখ।

দেবাশিস মল্লিক তাঁর গানের সাথে হারমোনিয়াম, তবলার ব্যবহার তো ছিলই আবার তার সাথে এস্রাজও ছিল– ভালই লাগছিল তাঁর গান, তবে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল এ যেন 'ত্রিকাল' সাহিত্য পত্রিকার তরফে আয়োজিত 'তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন'... দেবাশিস মল্লিক 'স্থান–কাল–পাত্র' কথাটি মনে রাখেন না; তাই তাঁর দ্বিতীয় সঙ্গীত পরিবেশন (আবৃত্তি) শুরু করার সাথে সাথেই শ্রোতৃবৃন্দ তীব্র প্রতিবাদের মুখে তাঁর গান থামাতে বাধ্য হলেন...এদিনও আসর বসেছিল যথারীতি পি–৭৮, লেক রোডে শ্রদ্ধেয়া কৃষ্ণা সেনের বাসভবনের সুরম্য সভাঘরে, ১১ই আগস্ট (মাসের দ্বিতীয় শনিবার, সন্ধ্যা ৬টা)।

'ত্রিকাল' সাহিত্য পত্রিকার কথা জানতে যোগাযোগ করুন : সম্পাদক বিশ্বেশ্বর রায়, মোবাইল : ৯৪৩৩৬২৬১২৯।

বাংলা চলচ্চিত্রের শতবর্ষ নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৩ আগস্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬–৩০ মিনিটে 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' এর দক্ষিণ কলকাতা শাখা যে আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল শরৎচন্দ্রের বাসভবনে, তার বিষয় বস্তু ছিল 'বাংলা চলচিত্রের শতবর্ষ'। দর্শক ঠাসা এই আলোচনা সভার বক্তা ছিলেন প্রখ্যাত চলচিত্রাভিনেতা, অধ্যাপক ও সাংবাদিক ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি বিস্তারিত ভাবে নির্বাক ছবির যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলা ছবির নানান গতি প্রকৃতি দৃষ্টান্ত সহ আলোচনা করলেন। নিউ থিয়েটার্স, আরোরা, এন পি স্টুডিও, প্রমথেশ–কানন, সুচিত্রা–উত্তম, সত্যজিৎ রায় সহ প্রধান সব তথ্যগুলি পর পর পেশ করলেন বক্তা। বক্তব্যের শেষে তিনি প্রাসঙ্গিক ভাবে কয়েকটি গান শোনালেন। যার মধ্যে ছিল : 'আমি কান পেতে রই' (মুক্তি), 'গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে' (দেবদাস), 'হরি দিন গো গেল' (পথের পাঁচালী), 'এই পথ যদি না শেষ হয়' (সপ্তপদী), 'শোন শোন শোন মজার কথা ভাই' (বাদশা), 'শ্রাবণের ধারার মতো' (আলো) প্রভৃতি গান। দর্শকেরা সহর্ষ করতালি দিয়ে সম্মানিত করলে শিল্পীকে। সভাপতির পদে আসীন ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. কানন বিহারী গোস্বামী। অসাধারণ বক্তব্য রাখলেন। শোনালেন গান 'বসে আছি পথ চেয়ে' (শাপমোচন)। দর্শকেরা বহুদিন ধরে মনে রাখবেন এই অনুষ্ঠানের কথা।

অন্য স্বাদের গল্প নিয়ে 'চোখের আলোয়'

শুভঙ্কর ঘোষ : 'চোখের আলোয়' ছবির সাংবাদিক সম্মেলন হল কলকাতা প্রেসক্লাবে। উপস্থিত ছিলেন নায়ক নায়িকা রোহিত মঞ্জুশ্রী। প্রযোজক গোপাল দাস, যুগ্ম পরিচালক জি শান্তনু ও দীপক দাস। গায়িকা জোজো। সবার একটাই কথা দর্শক হলে আসুক এবং এই ছবিকে সাপোর্ট করান। এটা প্রেমের ছবি হলেও ছবিতে অভিনবত্ব রয়েছে বলে দাবি করেন রোহিত। গায়িকা জোজো বলেন, আমি অনেক দিন পর একটা রোমান্টিক গান করেছি। পরিচালক তথা সম্পাদক জি. শান্তনু বলেন, আমরা চেষ্টা করেছি হয়তো ভুল ত্রুটি আছে, দর্শক হলে গিয়ে ছবিটা দেখুক এটাই চাই। নতুন 'হিরো সেভাবে কোথায় উঠে আসছে। রোহিত পায়ের তলায় মাটি পেলে খুশি হব।

এই ছবির গল্প সম্পর্কে যেটুকু জানতে পেরেছি। শহরের সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে ডাক্তারি পাশ করে এক প্রত্যন্ত গ্রামে আসে ডাক্তারি করার মানসিকতা নিয়ে অয়ন মুখার্জি। পথে আলাপ হয় সূর্যর সঙ্গে। এই সূর্য মিলিটারি ট্রেনিং শেষ করে গ্রাম ফিরছিল। গ্রামে আসার পথে বাস দুর্ঘটনায় সূর্য মারা যায় অয়ন তার চোখ দুটি হারিয়ে ফেলে। পরবর্তী সময়ে চোখের অপারেশন করিয়ে অয়ন ওই গ্রামে ফিরে আসে। এই গ্রামের মেয়ে তিতলির মধ্যে অয়ন তার ভালোবাসা খুঁজে পায়।

এদিকে সমাজ বিরোধীদের আঁতুর ঘর তথা পরিত্যক্ত গ্রামীন হাসপাতালকে সত্যি সত্যি হাসপাতালে পরিণত করার ব্রত নেয় অয়ন। গ্রাম প্রধান অয়নের এই ব্রতকে ভালো চোখে দেখে না। বরং তার সব কাজে বাঁধা দিতে থাকেন।

কিন্তু অয়ন গ্রামের মানুষের প্রতি তার দায়বদ্ধতা এবং তিতলির ভালোবাসাকে সঙ্গী করে নিজের লক্ষ্যের দিকে একটু একটু করে এগিয়ে যায়। হঠাৎ তিতলি অয়নের ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান করে। কাহিনী নাটকীয় মোড় নেয়। তিতলি অয়নের ভালোবাসার সঙ্গে কি প্রতারণা করল? তাহলে তিতলি কেন বার বার অয়নের কাছে ছুটে যেত? এর মধ্যে কি অন্য গল্প লুকিয়ে আছে?

অভিনয়ে রোহিত, মঞ্জুশ্রী, অজয়, পবিত্র পাল, গোপাল দাসদের সঙ্গে বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, অভিষেক চ্যাটার্জি ও মৌসুমী সাহাদের মতো সিনিয়ার শিল্পীদের অভিনয়ের চমক। দীপক দাস– জি শান্তনুর পরিচালনার কম্বিনেশন নারায়ণ সরকারের সুরে গান গেয়েছেন রাঘব চ্যাটার্জি, জোজো, সুজয় ভৌমিক, শান (কলকাতা), জ্যোৎস্না হালদার, মতেয়ার রহমান প্রমুখ। কৈলাশ শর্মার কোরিওগ্রাফি ছবিকে সমৃদ্ধ করেছে, অরিজিৎ ও সুজিতের চিত্রগ্রহণ। শান্তনু গাঙ্গুলির সম্পাদনা। সতীশ নায়েক (মুম্বাই)–এর আবহসঙ্গীত। সৌমিলি ফিল্মসের ব্যানারে ছবিটির কাহিনীকার হলেন দীপক দাস।

কলকাতা টু সিনেমার প্রিমিয়ারে উপস্থিত ছিলেন ছবির পরিচালক সৌগত বিশ্বাস ও ছবির কলাকুশলীরা।

নারীশক্তি উত্থানের কাহিনী ভরা 'বৌঠানপাড়া'

রিম্পি ঘোষ : হিন্দমোটর স্টেশন থেকে নেমে মিনিট দশেক হেঁটে ভেতরে গেলে 'বৌঠান পাড়া।' পাড়ার নামটা শুনতেই কেমন অদ্ভুত লাগে। সাধারণত কোনও জায়গার পাড়ার নাম দে পাড়া, চক্রবর্তী পাড়া কিংবা কোনও বিখ্যাত মানুষের নামে হয়। তা না হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার কোনও জনপ্রিয় মানুষের নামে সেই এলাকার নামকরণ করা হয়। কিন্তু 'বৌঠানপাড়া' এইরকম নাম সম্ভবত এই প্রথম শোনা গেল। এমন নামকরণের মধ্যে নিহিত রয়েছে নারীশক্তি উত্থানের কাহিনী, উত্তরপাড়া– কোতরং, পুরসভার অন্তর্গত ভদ্রকালী এলাকার এই 'বৌঠান পাড়া'তে বছর দশেক আগে পাড়ার রাস্তা মেরামত করার উদ্যোগ নেন এলাকারই কয়েকজন গৃহবধূ। তখনই ওই পাড়াতে মহিলা পরিচালিত একটি ক্লাব তৈরির পরিকল্পনা আসে তাঁদের মাথায়। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। এরপরেই তৈরি হয় 'বৌঠান ক্লাব।' ক্লাবের নাম থেকেই এই পাড়ার নাম 'বৌঠান পাড়া।' এই ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত মহিলারা সকলেই গৃহবধূ। বর্তমানে এই ক্লাবের সদস্যা সংখ্যা প্রায় ২১। ক্লাবের সম্পাদিকা অদিতি দে জানান, এই ক্লাবে দুর্গাপুজো, শীতলাপুজো হওয়ার পাশাপাশি ক্লাবের মহিলা সদস্যাদের উদ্যোগে দুর্গাপুজোয় দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, রক্তদান শিবির,

আঁকা প্রতিযোগিতা, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, পঁচিশে বৈশাখ, কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন, শীতকালে পিকনিক, মাধ্যমিকে দুঃস্থ, কৃতী ছাত্র–ছাত্রীদের পুস্তক বিতরণ ইত্যাদি সমাজসেবামূলক কাজকর্ম করা হয়। অতি সম্প্রতি কেরালাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্তদের আর্থিক সাহায্য দানের একটি পরিকল্পনা নেওয়ার ইচ্ছে আছে বলে অদিতিদেবী জানান। পাড়ার বৌদিরা যখন সংসার সামলে সমাজসেবাতে এগিয়ে এসেছেন তখন পিছিয়ে নেই পাড়ার দাদারা। ক্লাবের সদস্যা শম্পা সেনগুপ্ত, ময়না কয়াল, পম্পা শীল, পারমিতা পাল, খুকু দাস, কৃষ্ণা সেনগুপ্ত, অঞ্জু দেব, মন্দিরা ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা চ্যাটার্জি, সলমা সরেন জানান, তাঁদের এই সমাজসেবায় তাঁদের পরিবারের সদস্যরা বিশেষত তাঁদের স্বামীরা অর্থ সাহায্য এবং অন্যান্য নানাভাবে সাহায্য করে থাকেন। স্বামীদের সহযোগিতার কারণেই এই ক্লাবের মাধ্যমে এতসব উদ্যোগ নিতে পেরেছেন পাড়ার বৌদিরা। এই ক্লাবের সভাপতি মঞ্জু দাস, সহ সভাপতি রীনা দাস, সহ সম্পাদিকা জয়শ্রী চ্যাটার্জী এবং কোষাধ্যক্ষা সুপ্রিয়া চ্যাটার্জি।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

ডার্বির ঢাক গুড়গুড় শুরু জোর লড়াইয়ের সম্ভাবনা

অরিঞ্জয় মিত্র

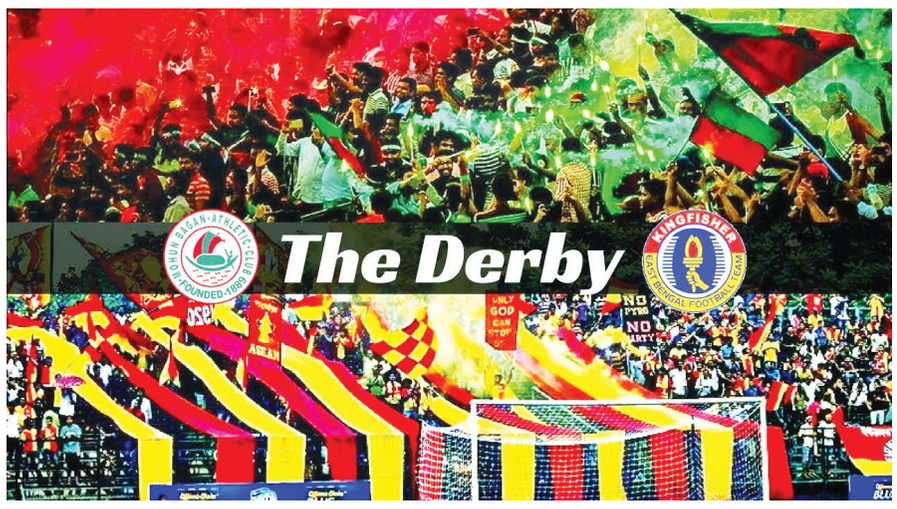

ফের একটা ডার্বির মুখোমুখি হতে চলেছে কলকাতা ময়দান। সেপ্টেম্বরের একদম শুরুতে এই মেগা ম্যাচকে ঘিরে এমনিতেই হইহই পড়ে গিয়েছে গড়ের মাঠে। এবারের ডার্বিতে সেই অর্থে ফেভারিট বলা যাচ্ছে না কাউকেই। কারণ মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল দুটি দলই তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী। এমনকি বহুদিন পর মহমেডান স্পোর্টিংকেও এবারের কলকাতা লিগে বেশ তুখোড় ফর্ম নিয়ে খেলতে দেখা যাচ্ছে। বেশ কয়েক বছর ভারতীয় ফুটবলের মূলস্রোত থেকে ছিটকে যাওয়া মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব একসময় দেশের মধ্যে যথেষ্ট শক্তিশালী ক্লাব বলেই পরিচিত ছিল। এই সেদিনও কলকাতা লিগে ডার্বি বলতে মোহন-ইস্ট লড়াইয়ের পাশাপাশি মোহনবাগান- মহমেডান ও ইস্টবেঙ্গল- মহমেডান ম্যাচকেও ধরা হত। সেই জৌলুস অনেকদিনই খুইয়ে বসেছে সাদা-কালো জার্সিধারীরা। তাই এখন ডার্বি শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ রয়েছে ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান ম্যাচের মধ্যে। যথারীতি ঘটি-বাঙালের লড়াইয়ের উর্দ্ধে উঠে এখন এই ডার্বি হয়ে উঠেছে সর্বজনীন।

মোহনাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান এই তিন দলেরই জার্সি গায়ে চাপানো প্রাক্তন ফুটবলার মহম্মদ ফরিদ অবশ্য এই ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে রাখছেন। তাঁর বক্তব্য, এখনও পর্যন্ত দু দলের যে কটা খেলা দেখলাম তার মধ্যে ইস্টবেঙ্গলকে এই ডার্বিতে জেতার ব্যাপারে ৬০ শতাংশ ফেভারিট। এর কারণ হিসেবে তিনি বলছেন ইস্টবেঙ্গল টিম এবার অনেক ব্যালান্সড। অন্যদিকে, মোহনবাগান দলের মধ্যে অনেক ফাঁকফোঁকর নজরে পড়েছে এই প্রাক্তনীর। সেজন্য মোহনবাগানকে ৪০ শতাংশ নম্বর দিচ্ছেন এই মহারণ জেতার ব্যাপারে। তবে ফরিদের সঙ্গে এক্ষেত্রে একমত নন বেশ কয়েকজন প্রাক্তন ফুটবলার তথা বিশেষজ্ঞ।

তাঁদের মতে বাগান এবার লিগের শুরু থেকেই বেশ ভালো খেলছে। ইস্টবেঙ্গল গত সাতবার কলকাতা লিগে ঘরে তুলেছে। এবার যে কোনও মূল্যে সেই শিরোপা কেড়ে নিতে বদ্ধপরিকর সবুজ মেরুন। ডিপান্দা ডিকার খেলায় যে জোশ দেখা যাচ্ছে তা আশার আলো বাড়াচ্ছে। তাছাড়া গত বছর কলকাতা লিগ ইস্টবেঙ্গল জিতলেও মোহনবাগান কিন্তু দুটো ডার্বিতেই জয় পেয়েছিল। যা নিশ্চিতভাবে চিন্তায় রাখছে লাল-হলুদ শিবিরকে।

ডিকা, হেনরি, মেহতাবদের থ্রি মাস্কেটিয়ার্স মোহনবাগানকে এবার কলকাতা লিগ এনে দিতে বদ্ধপরিকর। যার ফল মিলতে চলেছে একের পর এক ম্যাচ জয়ের মধ্যে দিয়ে। হেনরি, ডিকা, মেহতাবরা সকলেই দলের টানা জয়ে নিজেদের অবদান তুলে ধরেছেন। গত ৭ বারের চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ফাস্ট ল্যাপে বেশ খানিকটা পিছিয়ে গিয়েছিল। যা লাল-হলুদ সমর্থকদের জন্য চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মোহন সমর্থকদের যেমন একটাই চিন্তা কলকাতা লিগ ঘরে তুলতেই হবে। আবার গুটি গুটি পায়ে এগোতে দেখা যাচ্ছে তিন প্রধানের অপর নাম মহমেডান স্পোর্টিং। এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভালো খেলতে দেখা যাচ্ছে পিয়ারলেসকেও। বস্তুত, এভাবে ছোট টিমগুলির উঠে আসা কোনও অংশে কম যায় না। ফুটবলের এই বিকেন্দ্রীকরণ বাংলার ফুটবলে এনেছে বিবর্তনও।

অতি সম্প্রতি ভারতীয় ফুটবল টিমের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০০ নম্বর স্থানে উঠে আসে। ভারতের ফুটবল নিয়ে যাঁরা একটু আধটু চর্চা করেন তাঁরা বুঝতে পারবেন দেশের এই অগ্রগতি যথেষ্ট উৎসাহজনক। কারণ এই কিছুদিন আগেও ভারত ছিল ১৬০-১৬২ টি টিমের পিছনে নেহাতই এক পিছনের সারির দল। সেই ভারতের প্রথম ধাপে উঠে আসা যথেষ্ট ইতিবাচক।

দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন ঘটানো কোচ স্টিভেন কনস্টানটাইনের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। তাঁকে আহামরি কিছু মনে নাই হতে পারে। কিন্তু তাঁর কোচিংয়ে ভারতের এই সাফল্য তা তো অস্বীকার করা যাবে না। ধন্যবাদ প্রাপ্য সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান ভারতীয় ফুটবল দলও। বস্তুত বাইচুং ভুটিয়াদের আমল থেকে যে বীজ পোঁতা হয়েছে তার সুফল এখন পেতে শুরু করেছেন সুনীল ছেত্রীরা। এর সঙ্গে যোগ করতে প্রফুল্ল পটেলের নেতৃত্বাধীন ফেডারেশনের কথাও।

বস্তুত ভারতীয় ফুটবলের এই আশাব্যাঞ্জক সময় দেশের দুই প্রান্ত থেকে উঠে আসা দুটি দল বেঙ্গালুরু এফসি এবং আইজল এফসি প্রমাণ করছে দেশের নানা প্রান্তে ফুটবল ছড়াচ্ছে। পেশাদারিত্বের অনুপ্রবেশ ঘটছে দেশের ফুটবল দুনিয়ায়। ফলে একটা বাজার তৈরি হচ্ছে ফুটবলকে ঘিরে। এর সঙ্গেই আবার যোগ হতে চলেছে এদেশে আরম্ভ হতে চলা ফুটবল বিশ্বকাপ। যা ভারতের ফুটবলের মাইলেজ অনেকটাই বাড়াবে। চিরিচ মিলোভানের জমানায় ভারতের ফুটবল শেষবারের মতো নিজেদের মেলে ধরতে পেরেছিল। তারপর কেটে গেছে প্রায় ৩০-৩২ বছর। এতগুলি বছর পর ভারতীয় ফুটবলকে ঘিরে যে আশার সঞ্চার ঘটেছে তা ধরে রাখাটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

ভারতীয় ফুটবলের এই উত্থানের মধ্যে আবার কলকাতার ফুটবল টিমগুলি নিজেদের সাধ্যমতো চেষ্টা মেলে ধরতে চলেছে। যথারীতি এতে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে সেই ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান। ইস্টবেঙ্গল আবার শক্তিশালী দল গড়ার পাশাপাশি বাগান থেকে ফিজিক্যাল ট্রেনার গার্সিয়া ও আইজল থেকে চ্যাম্পিয়ন কোচ খালিদ জামালকে এনে চমক দিয়েছে। সেদিক থেকে বাগান আপাতভাবে পিছিয়ে থাকলেও কলকাতা লিগে সবুজ-মেরুন জার্সি কিন্তু ঝলমল করতে শুরু করে দিয়েছে।

আইএসএল, আই লিগ বা জাতীয় লিগ নিয়ে যতই হইচই হয়ে থাকুক না কেন, কলকাতা লিগের কদর এখনও যথেষ্টই কলকাতা তথা রাজ্যের সদস্য সমর্থকদের কাছে। তাই মোহনবাগান ফেড কাপে যতই চ্যাম্পিয়ন হোক, আর জাতীয় লিগে রানার্স হোক না কেন, মোহন ব্রিগেডের কাছে কলকাতা লিগ পাওয়া এবারের প্রধান টার্গেট।

যে কথাটা দলের তরফে সামনে নিয়ে এসেছেন সবুজ-মেরুনের অন্যতম সেরা রিক্রুট ডিপান্ডা ডিকা। ডিকা বলছেন, ইস্টবেঙ্গল টানা ৭ বার স্থানীয় লিগ জিতলেও বার আর সুবিধা করতে পারবে না তারা। বাগানের এই প্রাণভোমরার লক্ষ্য যে এখন কলকাতা লিগ জয় তা তো বেশ বোঝাই যাচ্ছে। আসল লড়াই তো শুরু হতে চলেছে লিগ শুরুর পর। দলের নয়া বিদেশি কলকাতার বর্ষার মাঠে কেমন মানিয়ে নিতে পারবে দেখার আছে সেটাও। প্রতিপক্ষের বিদেশি ডিফেন্ডারকে ট্যাকল করে গোল করার জন্য মুখিয়েও রয়েছেন ডিকা, হেনরিরা।

আবার ইস্টবেঙ্গলের নজর থাকবে অষ্টমবার কলকাতা লিগ জেতার দিকে। তার পর আই লিগ নিজেদের কবজায় আনতে মরিয়া হবে লাল-হলুদ।

এশিয়ান গেমসে উজ্জ্বল ভারত

সোনার স্বপ্ন সফল স্বপ্নার

রূপম জানা : দীপা কর্মকার সোনা জিততে না পারায় যে আপশোস গ্রাস করেছিল বাঙালি তা থেকে ষোলোআনা মুক্তি দিল জলপাইগুড়ির স্বপ্না বর্মনের হেপ্টাথলনে সোনা জয়। বস্তুত , যে অভাব ও তাড়নার সঙ্গে লড়াই করে স্বপ্না আজ এই জায়গায় উঠে এসেছে তা যে কোনও মানুষের কাছে স্বপ্ন। জলপাইগুড়ি শহরের পাশে বেড়ার দরমার অঙ্গনে যে এমন সোনার মেয়ে বাড়ছে তা কি আর কদিন আগেও বুঝতে পেরেছিল কেউ। এমনকি তার প্রতিবেশিরা হয়তো বোঝেনই না হেপ্টাথলন কী জিনিস, খায় না মাথায় মাখে। তবে তারা এই সারমর্মটা বেশ বুঝছেন ঘরের মেয়ে এখন আর স্বপ্না নয়। যে স্বপ্ন দেখানোর কারিগর, হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা। স্বপ্নার সোনার স্বপ্নে তাই এখন সারা দেশের সঙ্গে বুঁদ হয়ে রয়েছে উত্তরবঙ্গের এই অঞ্চল। মোদেসিয়া, রাজবংশীদের মধ্যেও যে আগামীর তারার জন্ম হচ্ছে সেটাও বেশ বুঝতে পারল সারা দেশ। ইতিমধ্যেই স্বপ্নাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকেই। আর্থিক সাহায্যের ভরপুর ঝুলিও উপচে পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু দেশ ও রাজ্যের কর্ণধারদের একটু নজর দেওয়া উচিত আরও লাখো লাখো স্বপ্নার দিকে যারা দেশকে সম্মানিত করার স্বপ্নকে লালিত করছেন, তিল তিল করে নিজেদের গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছেন। শুধুমাত্র একটু সাহায্যের হাত তাদের জীবনের নকশাটাই পালটে দিতে পারে। জগত সভায় উচ্চ আসন লাভ করতে পারে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি।

জাকার্তা এশিয়ান গেমসে প্রথম থেকেই তুখোড় পারফরমেন্স দেখাচ্ছে ভারত। প্রথম থেকেই ভারতীয়দের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝিয়ে দিয়েছে এবার এশিয়াডে কিছু করে দেখাতে এসেছে তারা। সেইসঙ্গে যত গড়াতে শুরু করেছে প্রতিযোগিতা ততই পদকের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়িয়ে নিয়েছে ভারত। একের পর এক সোনা এসে গিয়েছে পকেটে। বেশ কিছু রুপো ও ব্রোঞ্জও পদক ভাণ্ডারে জমা পড়েছে। কুস্তি ও শুটিংয়ে যেভাবে সোনা এসেছে তা সাফ বোঝাচ্ছে অলক্ষ্যে অনেক নতুন তারা উঠে আসছে ভারতীয় ক্রীড়া জগতের আকাশে। দীপা কর্মকারের ব্যর্থতা, সুশীল সিংদের অসফলতার পাশেই তাই উজ্জ্বল এই নতুন হিরো-হিরোইনরা। যারা আগামীতে এশিয়ান গেমসের মঞ্চ থেকে ভারতকে পথ দেখাচ্ছে অলিম্পিক্সে দুরন্ত কিছু করে দেখানোর। ভারতীয় হকি দলের চমৎকার পারফরমেন্সও এবারের বড় প্রাপ্তি। প্রথম দুটি ম্যাচে আয়োজক ইন্দোনেশিয়া ও চিনা তাইপেকে যেভাবে যথাক্রমে ১৭-০ ও ২৬-০ হারাল ভারতীয় হকি টিম তাতে এই বিভাগে সোনা জয়ের আশা জোরদার হয়েছে।

ভারত	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ
শুক্রবার পর্যন্ত	১৩	২৩	২৯

নারী নির্যাতন রুখতে

ভারত সেবাশ্রমের উদ্যোগে ক্যারাটে

অরিজিত মন্ডল, ডায়মন্ড হারাবারঃ নারী নির্যাতন রুখতে সচেষ্ট কেন্দ্র থেকে রাজ্য সরকার। বিভিন্ন প্রকল্পও শুরু করা হয়েছে। তারপরেও চারিদিকে দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে নারি নির্যাতন।আর তাই এবার

নারী নির্যাতন রুখতে এক অভিনব পদক্ষেপ গ্রহণ করল ভারত সেবাশ্রম সংঘ। ডায়মন্ড হারবারে স্বামী প্রণবানন্দ মার্শাল আর্ট স্কুলের মাধ্যমে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে প্রায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীদের। যাতে তারা নিজেরা নিজেদের রক্ষা করতে পারে। সুলেখা সিং নামে এক ছাত্রী জানায়, যে ভাবে দিনের পর দিন মেয়েরা নির্যাতিতা হচ্ছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের মতো মেয়েরা অনেকটাই ভীত থাকি। কিন্তু আমরা এখানে মার্শাল আর্ট শিখছি। নিজেদেরকে আত্মরক্ষার কৌশল এখানে শিখছি আমাদের বিজয় স্যারের কাছে। এখন আমরা নির্ভয়ে ঘরের বাইরে বেরোতে পারি। নিজেদেরকে অনেকটা স্বাছন্দ্যবোধ করতে পারি।

তবে এই ভিন্ন ভাবনা সমাজের কাছে এক নতুন বার্তা পৌঁছে দেবে বলে মনে করছেন প্রণবানন্দ মার্শাল আর্ট স্কুলের শিক্ষক বিজয় প্রামানিক।তিনি জানান শরীর সুস্থ রাখার পাশাপাশি নিজেদের আত্মরক্ষার্থে সবারই এই মার্শাল আর্ট শেখা দরকার। এর পাশাপাশি প্রতিটি স্কুলে এই মার্শাল আর্ট শেখানো দরকার। আমাদের রাজ্যের অনেক স্কুলে এখন মার্শাল আর্ট শেখানো হচ্ছে।

এই রাজ্যে কন্যাশ্রীর মত প্রকল্প বিশ্বের দরবারে প্রশংসিত হয়েছে।এমনকি ভারত সরকার বেটি বাচাও বেটি পড়াও স্লোগান দিয়ে নারীশক্তির বিকাশ ঘটাতে চাইছে। ঠিক তখনই স্বামী প্রণবানন্দ মার্শাল আর্ট স্কুল ও তার প্রশিক্ষক বিজয় প্রামানিক এর এমন প্রয়াসকে কুর্নিশ জানিয়েছেন বিশিষ্টজনেরা।

স্মৃতিপটে আঁকা

বাংলার ছৌ মুগ্ধ করেছিল অজিতকে

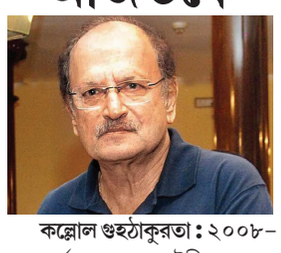

কল্লোল গুহঠাকুরতা : ২০০৮-এর দুর্গাপুজোর মহাষ্টমীর সন্ধ্যা। বেহালা ব্লাইন্ড স্কুলের উল্টোদিকে অক্ষয় পাল রোডে আচার্য প্রফুল্ল সংঘের পুজোমণ্ডপ। দর্শকের ঢল নেমেছে প্যান্ডেলে। পাড়ার সকলে মিলে আড্ডা জমেছে একপাশে। হঠাৎ আমাদের অবাক করে দিয়ে মণ্ডপে হাজির এক বিচারক দল। দলে যাঁরা এলেন তাঁদের দেখে সম্মোহিত দর্শক থেকে উদ্যোক্তারা। অভিনেত্রী রেখা, জয়াপ্রদা ও বিচারক সমরেশ ব্যানার্জীর সঙ্গে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক অজিত ওয়াডেকর। সেবারে আমাদের থিম বাংলার ছৌ। চলছে ছৌ শিল্পীদের নৃত্য প্রদর্শনী। মূর্তিও ছৌ-এর আদলে। মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন বিচারকরা। এগিয়ে যেতেই হাত বাড়িয়ে দিলেন অজিত। বললেন বাংলার সংস্কৃতির এর আগে কখনও দেখেননি। জানালেন এই নৃত্য মুগ্ধ করেছে তাকে। সেবার কলকাতায় মূর্তির জন্য তৃতীয় হয়েছিল প্রফুল্ল সংঘ। অজিতের সেই মুগ্ধতা, করমর্দন আজও মুগ্ধ করে রেখেছে আমাকে।

* লেখক কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান আইনজীবী ও সিএবির ক্রিকেট আম্পায়ার।

কাটোয়ায় ফুটবল চ্যাম্পিয়ন দাঁইহাট

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় অনূর্ধ্ব ১৭ নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা ও আন্তঃ মহকুমা ব্লক লিগ কাম নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল যথাক্রমে দাঁইহাট ফুটবল আকাদেমি এবং কাটোয়া ২ নং ব্লক। খেলাগুলি কাটোয়া মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত হয়।

অনূর্ধ্ব ১৭ প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলার মোট ৮টি দল অংশগ্রহণ করেছিল। দলগুলি হল নদিয়ার স্বরূপগঞ্জ ফুটবল ক্লাব, পূর্ব বর্ধমানের কান্দরা তরুণ সংঘ, ধাত্রীগ্রাম ফুটবল আকাদেমি, সিধু কানু মার্শাল ক্লাব শ্রীখণ্ড, পারুলিয়া সর্বজনীন ফুটবল আকাদেমি ও দাঁইহাট ফুটবল আকাদেমি, হুগলির মানকুণ্ডু এগিয়ে চল' সংঘ ফুটবল কোচিং সেন্টার ও ব্যান্ডেল ডাঙাপাড়া আদিবাসী স্পোর্টিং ক্লাব। অন্যদিকে, ব্লক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় কাটোয়া মহকুমার সবক'টি অর্থাৎ কাটোয়া ১ ও ২ নং, কেতুগ্রাম ১ ও ২ নং এবং মঙ্গলকোট ব্লক অংশগ্রহণ করেছিল।

৩০ আগস্ট কাটোয়া পুরসভার ময়দানে দু'টি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। অনূর্ধ্ব ১৭ প্রতিযোগিতায় এদিন নদিয়ার স্বরূপগঞ্জ ফুটবল ক্লাব এবং দাঁইহাট ফুটবল আকাদেমি মুখোমুখি হয়েছিল। টানটান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে খেলা হলেও শেষমেশ টাইব্রেকারে চ্যাম্পিয়ন হয় দাঁইহাট ফুটবল আকাদেমি। এই টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াঐ নির্বাচিত হয় স্বরূপগঞ্জ ফুটবল ক্লাবের সৌরভ সাহা এবং ফাইনালের সেরা খেলোয়া।রে শিরোপা পায় দাঁইহাট ফুটবল আকাদেমির রাকিব শেখ। অন্য খেলাটিতে মঙ্গলকোট ব্লককে ২-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় কাটোয়া ২ নং ব্লক। দু'টি ফুটবল প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে মহকুমার যুব সম্প্রদায় সহ অসংখ্য ক্রীড়ামোদীর মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছিল।

কাতা ও কুমিতে অঙ্কিতার অন্বেষণ

রিম্পি ঘোষ : সম্প্রতি বীরভূমে আয়োজিত 'রাঙামাটি কাপ' প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতে সাড়া ফেলে দিয়েছে হুগলি জেলার হিন্দমোটর রবীন্দ্রনগরের বছর এগারোর মেয়ে অঙ্কিতা কর্মকার। অঙ্কিতা ২০১২ সাল থেকে হিন্দমোটর উদয়নপল্লী ক্লাবে কোন্নগর কানিনজুকো শাটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে তারকনাথ সর্দারের তত্ত্বাবধানে ও সেনসি নন্দন গুছাইতের প্রশিক্ষণে ২০১৪ সালে আন্তঃজেলা আমন্ত্রণমূলক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে ব্রোঞ্জ জেতেন অঙ্কিতা। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। ওই বছরই জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতে ব্রোঞ্জ (২০১৪), রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতে সোনা কাতায় রুপো (২০১৪), জাতীয়স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ (২০১৪), হুগলি জেলা আন্তঃ মহকুমা ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে সোনা ও কাতায় ব্রোঞ্জ (২০১৬)। ওই বছর জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতে সোনা ও কাতায় ব্রোঞ্জ (২০১৬), সারা বাংলা আন্তঃ বিদ্যালয় আমন্ত্রণমূলক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগে ব্রোঞ্জ (২০১৬)। পরের বছর আন্তঃ জেলা ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় 'নেতাজি সুভাষ কাপ'-এ কাতায় রূপা ও কুমিতে সোনা (২০১৭), আন্তঃ জেলা মহকুমা ভিত্তিক আমন্ত্রণমূলক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগে ব্রোঞ্জ (২০১৭), ওই বছর রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সাব-জুনিয়র বিভাগে কাতা ও কুমিতে ব্রোঞ্জ (২০১৭), অন্ধ্রপ্রদেশে আয়োজিত জাতীয়স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় রূপো (২০১৭), সিঙ্গুরে আয়োজিত রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় জমিতে বিভাগে ব্রোঞ্জ, এই বছর ২০১৮ সালে রিষড়াতে গসপোল হোম স্কুলে আয়োজিত জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগে রূপা এইরকম অসংখ্য পদক ঠাঁই পেয়েছে অঙ্কিতার ঝুলিতে। অঙ্কিতার পরিবারে রয়েছেন বাবা গৌতম কর্মকার, ভাগীরথী নিউ টি আর হাসপাতালে কর্মরত, মা সুপর্ণা কর্মকার উত্তরপাড়া পুরসভার অন্তর্গত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য, দাদা সৌগত কর্মকার বুলবুল শিক্ষা নিকেতনের নবম শ্রেণির ছাত্র। উত্তরপাড়ার টাউন স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী অঙ্কিতা ক্যারাটের পাশাপাশি কত্থক, রবীন্দ্রনৃত্য ও আঁকাতেও তুখোড়। অঙ্কিতার মা সুপর্ণাদেবী জানান, শ্বশুরবাড়িতে দুর্ব্যবহার করা হত বলে সেখান থেকে আলাদা হয়ে অন্যত্র বাড়ি তৈরি করে থাকতে চলে আসেন স্বামী, পুত্র, কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে। অনেক কষ্ট করেই সুপর্ণাদেবী ছেলে মেয়েকে বড় করে তুলছেন। মায়ের ইচ্ছা পূরণ করতে ক্যারাটে শিখে ভবিষ্যতে সৎ পুলিশ অফিসার হতে চান বলে অঙ্কিতা জানায়।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9062201905 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com